দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:7 Issue:44 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২৫ সফর ১৪৪৪ হিজরি ● ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ ● ৬ আশ্বিন ১৪২৯ ● শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

ভোট নিয়ে পর্যালোচনা সভা আইমার

২০২৩ সাল পড়তে আর বেশি দেরি নেই। সামনে পুজো। তারপরেই রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েত ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। এদিকে পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করে ঘুঁটি সাজাচ্ছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। ফলে দিন যত এগিয়ে আসছে ততই ব্যস্ততা বেড়ে চলেছে আইমার কর্মীদের। সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটজুড়ে এখন থেকেই চলছে ভোটের প্রস্তুতি। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই মঞ্চে হাজির হবে আইমার রাজনৈতিক দল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ছাড়াও যেখানেই আইমা শক্তিশালী সেখানেই আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা ভোটে দাঁড়াবেন।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

আইমাকে ‘মুসলিমদের দল’ আখ্যা মন্ত্রী-জায়ার

পাল্টা দিলেন ‘সুপ্রিমো’ রুহুল আমিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে যে-কটা পুরসভায় নির্বাচন বাকি আছে, তার মধ্যে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া পুরসভাও। এবার নির্বাচনে সেখানে প্রার্থী দিতে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সমর্থিত রাজনৈতিক দল। কিছুদিন আগেই আইমার একটি সম্মেলন মঞ্চ থেকে একথা ঘোষণা করেন আইমা সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাঁর ঘোষণার পর থেকেই টনক নড়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। পঞ্চায়েত এবং পৌর নির্বাচনে তাই প্রার্থী দেওয়া নিয়ে আইমাকে বিঁধতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী সৌমেন মাহাতোর স্ত্রী সুমনা মাহাতো বলেন, “আইমার ভোট মানে মুসলিম ভোট। সেই ভোট যদি ভাগ হয় তবে তৃণমূলের ক্ষতি হবে, বিজেপির লাভ হবে। ওরা কিন্তু পরে আইমাকে চিনবে না। ওরা কট্টর মুসলিম-বিদ্বেষী দল।” এদিকে বিজেপির জুজু দেখিয়ে আইমার ভোটব্যাঙ্ককে মুসলিমদের ভোট বলায় তাঁকে পাল্টা দিতে ছাড়েননি আইমা সুপ্রিমো রুহুল আমিন সাহেবও। তিনি বলেন, “উনি (সুমনা মহাপাত্র) খুব দুর্ভাবনায় আছেন। ভেবেছিলেন পাঁশকুড়া পুরসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান হবেন। তার জন্য দলেরই কাঁটাগুলোকে সরিয়ে দিয়েছেন। এমনকী এর আগে যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তাঁকেও পরবর্তী নির্বাচনে হারানোর ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। কিন্তু মাঝখান থেকে আইমা এসে যে তাঁর স্বপ্নে জল ঢেলে দেবে তা তিনি ভাবতে পারেননি।” রুহুল সাহেব আরও বলেন, “তিনি ভুলভাল বকছেন। কারণ, আইমা মুসলিমদের কোনও সংগঠন নয়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত জাতি-ধর্মের মানুষ আইমা করতে পারেন।” সেইসঙ্গে তাঁর আরও সংযোজন, “বহু হিন্দু ভোটার এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে আইমার প্রার্থীদের ভোট দেবেন, যা

কল্পনাও করতে পারবে না তৃণমূল নেতৃত্ব।” এমনকী তৃণমূল সমর্থকরাও যেভাবে হু হু করে আইমার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন তা যে তৃণমূলের শেষের শুরু সে কথাও সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন আইমা প্রধান। পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে যেভাবে সংগঠন গড়ে তুলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন, তাতে একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা যায় আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং পাঁশকুড়া পুরভোটেও শাসকদলের সঙ্গে জোর টক্কর দেবেন আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা। সূত্রের খবর, পাঁশকুড়া বা হলদিয়া পুরভোটে আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা লড়াই করলে তৃণমূলের পক্ষে সেসব জায়গায় বোর্ড গঠন করা মুশকিল হয়ে যাবে। যদিও প্রকাশ্যে এসব কথা অস্বীকার করলেও দলের অন্দরে বিষয়টি যে তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে, তা একপ্রকার মানতে বাধ্য হচ্ছেন শাসকদলের নেতারা।

মুসলিমরা তৃণমূলের সবচেয়ে নিরাপদ ভোটব্যাঙ্ক। সেই ভোটব্যাঙ্ক ভেঙে গেলে বিপদে পড়বে তৃণমূল। ফলে বিজেপির ভয় দেখিয়ে বা অন্য অসাধু উপায়ে এই ভোটব্যাঙ্ক টিকিয়ে রাখতে মরিয়া শাসকদল, অভিমত আইমা সুপ্রিমোর। এই মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক তাস খেলে বিজেপি একটু হলেও হিন্দু-মুসলিম ভাগ করতে সফল হয়েছে। ফলে আইমাকে অনেকে মুসলিমদের সংগঠন ভেবে নিচ্ছেন। কিন্তু সেই বিশ্বাস স্থায়ী হবে না, যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বুঝতে পারবেন, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দল আসছে, যারা হিন্দু-মুসলিম না করে মানুষের জন্য কাজ করবে। এক প্রশ্নের উত্তরে কথাগুলো বলেন আইমার কর্ণধার রুহুল আমিন ভাইজান। সবমিলিয়ে ভোটের রাজনীতিতে আইমার পদার্পণ বহু হিসাব উল্টে দেবে বলে একপ্রকার স্বীকার করে নিচ্ছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরাও।

এক ঝলকে

হাতের মুঠোয় মহাকাশ ভ্রমণ

● মহাকাশে বেড়াতে যেতে চান? কীভাবে হবে শখ পূরণ ভেবে কূল পাচ্ছেন না? আর ভাবনার কিছু নেই। চিনের হাত ধরে এবার সেই স্বপ্নকে ছুঁতে পারবেন আপনিও। তার জন্য অবশ্য পকেট থেকে খসবে কড়কড়ে ৩ থেকে সাড়ে ৪ লক্ষ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় সাড়ে ৩ কোটিরও বেশি টাকা। শুনতে অদ্ভুত লাগতেও ২০২৫-র মধ্যে তেমনটাই ঘটতে চলেছে। আগামী তিন বছরের মধ্যেই ‘মহাকাশে পর্যটন’ বা ‘স্পেস টুরিজ্যম’ শুরু করতে চলেছে চিন। যা নিয়ে বিশ্বজুড়ে আগ্রহ দেখা দিয়েছে বলে একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

চিতাদের খাওয়ানো হচ্ছে চিতল হরিণ!

● ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে ভারতে পৌঁছায় আফ্রিকার নামিবিয়া থেকে আসা ৮টি চিতা বাঘ! জন্মদিনে অরণ্যে বন্যপ্রাণকে উন্মুক্ত করেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে তাদের খাঁচামুক্ত করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। আপাতত উদ্যানের স্পেশাল এনক্লোজারই নবাগত চতুষ্পদদের ঠিকানা।

নামিবিয়া থেকে আনা চিতাগুলির খাদ্য হিসাবে মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে সরবরাহ করা হচ্ছে চিতল হরিণ, এমনটাই দাবি বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের। চিতল হরিণ বিলুপ্তপ্রায়। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছে বন্যপ্রাণী হত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান করা এই সম্প্রদায়।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

তপশিলি উপজাতি সত্ত্বার দাবিতে বিক্ষোভ কুর্মি সম্প্রদায়ের মানুষের। পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃহস্পতিবার।

‘বিশ্বাস করি না মোদী করাচ্ছেন’

সেটিং-তত্ত্ব মমতার মন্তব্যে জোরালো

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোদী ভালো, অমিত শাহ খারাপ। মোদীকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু অমিত শাহকে যায় না। এমনটাই মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির অতি সক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিধানসভায় প্রস্তাব পাসের পর ভোটাভুটির আয়োজন করে রাজ্যের শাসকদল। সেখানেই মমতা বলেন, “আমি বিশ্বাস করি না, নরেন্দ্র মোদী এটা করাচ্ছেন।” এদিকে মমতার এই ‘মোদী বন্দনা’য় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীকে হালকাভাবে বিঁধলেও মমতার এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে তাঁকে তীব্র আক্রমণ করেছেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, “যিনি দেশে গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরেছেন, সাংবিধানিক অধিকারকে লাটে তুলে দিচ্ছেন, তাঁকে তো মুখ্যমন্ত্রীর ভালো লাগবেই। কারণ এখানে উনিও ওই পথেই চলেন।” সেলিমের পাশাপাশি কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীও মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি।

‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে’ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে পরিচালিত করছে বিজেপি। এমন অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ও সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আনা হয় বিধানসভায়। সেটি ১৮৯-৬৪ ভোটে পাস হয়ে যায়।

২০২১ সালে রাজ্যে বিধানসভা ভোটে জিতে তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নানান দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ হয়ে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস। দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে শাসকদলের একাধিক হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী জেলের ঘানি টানছেন। এসএসসি দুর্নীতি, গরুপাচার, কয়লা কেলেঙ্কারি-সহ বহু বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছে তৃণমূল নেতাদের নাম। এই অবস্থায় বিরোধীরাও চেপে ধরেছে রাজ্যের শাসকদলকে। এরই মধ্যে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোদী-শাহকে নিয়ে করা মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিজেপি ঢাল করছে কেজরিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গড় রক্ষাই বিজেপির লক্ষ্য। তাই অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিয়ে বিকল্প ভাবনা চিন্তা রয়েছে মোদী-শাহের। বিজেপির এই অঙ্কে কংগ্রেসের অভিযোগ আবার একবার সত্য বলে প্রমাণিত হতে চলেছে। দলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় রাজ্যে এবার অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়ে বিজেপি অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিয়ে স্টান্স বদল করছে। বিজেপি চাইছে কেজরিওয়ালকে জায়গা দিতে।

২০২২-এর আসন্ন ডিসেম্বরেই গুজরাতে বসবে বিধানসভা নির্বাচনের আসর। এই ভোটে বিজেপি সরকার ধরে রাখতে পারবে কি না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে তরজা। এরই মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা রিপোর্ট সামনে এসেছে। সেখানে স্পষ্ট বিজেপি বনাম কংগ্রেসের লড়াইয়ে কী-ফ্যাক্টর হয়ে উঠছে আম আদমি পার্টি বা আপ। তাই তাঁদের নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হচ্ছে বিজেপিকে। দিল্লির পর পাঞ্জাবে কংগ্রেসকে হারিয়ে সরকার গড়ছে আপ। এবার মোদী-রাজ্যের দিকে নজর দিয়েছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। যদিও মোদী-রাজ্যে প্রধানত লড়াই হবে বিজেপি বনাম কংগ্রেসের মধ্যে। তবু আম আদমি পার্টি এখানে কী-রোল প্লে করতে পারে। বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় তেমনই আভাস মিলেছে। তাই প্রতিকূলতা কাটাতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ঢাল করতে চাইছে।

গুজরাতে এবারও দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি ও কংগ্রেস। সেখানে অরবিন্দ কেজরিওয়াল পা রাখতেই তাঁর পার্টিকে নিয়ে পৃথক ভাবনা-চিন্তা করছে শাসক দল বিজেপি। কংগ্রেস এতদিন অভিযোগ করে এসছে আম আদমি পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলিতে কাজে লাগিয়ে বিজেপি ভোট বিভাজনের খেলা খেলছে। তাঁদেরকে দিয়ে কংগ্রেসি ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসিয়ে ফায়দা লুটছে। সম্প্রতি গোয়া, উত্তরাখণ্ডে দেখা গিয়েছে সেই চিত্র।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিজেপিকে টেক্কা সিপিএমের

তৃণমূল বিরোধিতায় লাল-ঝড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাতদিন আগেই বিজেপি নবান্ন অভিযান করে শক্তি প্রদর্শন করেছে। তারপর ধর্মতলায় নিজেদের শক্তি দেখাল সিপিএম। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আগে ভিড়ের লড়াইয়ে কিন্তু গেরুয়াকে টেক্কা দিল লাল। তবে কি সুদিন ফিরছে লাল পার্টির? আবার বাংলায় দাপট দেখাতে পারবে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। অন্তত ধর্মতলায় ইনসাফ সভার পর আশায় বুক বাঁধতে পারেন বামপন্থীরা।

তৃণমূল যখন একের পর এক দুর্নীতিতে জর্জরিত, তখন তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধ্বজা তুলে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। ১৫ দিন ব্যাপী প্রস্তুতি নিয়ে গোটা রাজ্য থেকে তাঁরা সেদিন যে ভিড় আনতে সমর্থ হয়েছিল কলকাতা ও শহরতলির রাজপথে, তার থেকে অনেক বেশি ভিড় দেখিয়ে অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নিল সিপিএম। আনিস খান থেকে শুরু করে সুদীপ্ত গুপ্ত, মইদুল ইসলাম মিদ্যার মৃত্যু, বেকারত্ব এবং তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি-সহ একাধিক ইস্যুতে কলকাতার রাজপথে নেমেছিল বামেরা। হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে মিছিল করে মানুষ ধর্মতলামুখী হয়েছে। লালে লাল হয়ে উঠেছে ধর্মতলা। কোনও প্রস্তুতি নেই সে অর্থে, নেই কোনও প্রচারও। তা সত্ত্বে বামেরা এদিন যে সমাবেশ করেছে, তাতে বিজেপির চাপ বাড়বেই।

এক সপ্তাহের মধ্যে দুই বিরোধী দল রাস্তায় নেমে দেখিয়ে দিয়েছে তাঁদের শক্তি। বামেরা আক্ষরিক অর্থেই বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, সমর্থন বাড়ছে, মানুষ বুঝছে বামেরাই প্রকৃত বিকল্প। সে জন্যই ভিড় বাড়ছে তাদের সভায়। তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে মানুষ বিজেপিকে মেনে নেয়নি ২০২১-এ। এখন তৃণমূলের দুর্নীতি যখন প্রকাশ্যে ধর্মতলার ‘ইনসাফ সভা’ বামেদের কামব্যাকে অক্সিজেন জোগাল। বামেরা বিভিন্ন ইস্যুতে পথে নামতে শুরু করেছিল ২০২১-এ শূন্যে পৌঁছনোর পর। তারপর আনিস-কাণ্ডকে আঁকড়ে ধরে তাঁরা হারানো ভোট ব্যাঙ্ক উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের আওয়াজকে আরও জোরদার করতে শুরু করেছে। আনিসের সঙ্গে এবার তারা মিশিয়েছে সুদীপ্ত থেকে মইদুল, বেকারত্ব থেকে দুর্নীতি ইস্যুকে। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বাম নেতৃত্ব। তারা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের পন্থা নিয়েছে। শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় আঁকড়ে না থেকে সাথীদের পথে নামিয়েই বাজিমাত করতে চাইছেন তাঁরা। তাঁরা অক্সিজেন পেতে চাইছেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেই।

এর পর দুয়ের পাতায়

অভিষেককে দেখে পা কাঁপছে ‘রাজনীতিক’ শুভেন্দুর!

ব্যক্তি নিশানার পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিজেপির কর্মিসভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগত আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আবার শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ বললেও সঠিক বলা হয় না, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃ পরিচয় তুলেও কটাক্ষ করেন

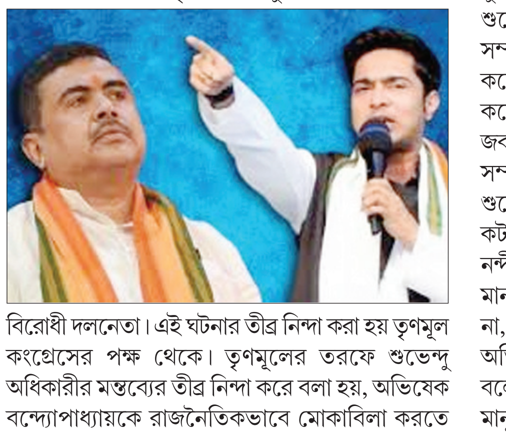

বিরোধী দলনেতা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। তৃণমূলের তরফে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে বলা হয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে পারছেন না, সে কারণেই ব্যক্তিগত কুৎসিত আক্রমণ শানাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির নবান্ন অভিযানের পর থেকেই বিজেপি আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়েছে, সেই আক্রমণ আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলেছে। সম্প্রতি এক কর্মিসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন। শুভেন্দু অধিকারীর পিতৃ পরিচয় নিয়ে কটাক্ষ করেন। তার পাল্টা সাংবাদিক বৈঠক করে শুভেন্দুকে জবাব দেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা ও তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। শশী পাঁজা এদিন শুভেন্দু অধিকারীকে ব্যর্থ ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রামের জয় স্বাভাবিক নয়। তবু একজন রাজনীতিকের মানসিকতা কেন এত বিকৃত হবে। আমরা ভাবতে পারি না, একজন রাজনীতিকের মানসিকতা কেন এত বিকৃত। অভিষেককে সন্তানের মতো বলে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, অভিষেককে কদর্যভাষায় এই আক্রমণ বাংলার মানুষ সমর্থন করবে না।

এর পর দুয়ের পাতায়

শিক্ষার প্রসারে একুশতম বছরে পথ হাঁটছে

মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান,
বোর্ড অফ্ ট্রাস্ট্রীজ

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব ড. সেখ আবদুল মুজিদ

রেজিস্টার্ড অফিস : হাল্যান ❑ বাগনান ❑ হাওড়া - ৭১১৩১২

সেখ নুরুল হক
(আই.এ.এস)
চেয়ারম্যান, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়
২০২৩ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে
ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী

১. ফর্ম দেওয়া শুরু : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে
২. ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১০ নভেম্বর ২০২২
৩. বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষার দিন ফর্ম ফিলাপ করে পরীক্ষায় বসা যাবে।
৪. ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল সফল ছাত্রদের ফোনে জানানো হবে : ১৭ নভেম্বর ২০২২, বৃহস্পতিবার
৫. ছাত্র ভর্তির কাউন্সেলিং ২০ নভেম্বর ২০২২ বেলা ১১টা

প্রবেশিকা পরীক্ষা
১৩ নভেম্বর ২০২২, রবিবার বেলা ১২টা

পরীক্ষা কেন্দ্র ও কোড নং

❑ মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি
হাল্যান ❖ বাগনান ❖ হাওড়া
ফোন : ৭৫০১ ১২৭ ৯৫২ / ৭৫০১ ৫৫০২২৮
কোড নং - MAA

❑ মহম্মদপুর সোনালী শিশু শিক্ষালয়
জঙ্গীপুর (কলেজ হোস্টেলের কাছে) ❖ মুর্শিদাবাদ
ফোন : ৯৯৩৩ ১০৮ ৭৮১
কোড নং - MSSS

❑ সুজাপুর গার্লস হাইস্কুল
সুজাপুর ❖ মালদা
ফোন নং : ৮৯১৮ ৮১২ ৪৬৯
কোড নং - SGHS

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

১.মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি — হাল্যান, বাগনান, হাওড়া; ফোন : ৭৫০১ ১২৭ ৯৫২ / ৭৫০১ ৫৫০২২৮
২.বর্ণপরিচয় — ফোন : ৯৯৩৩ ১০৮ ৭৮১; প্রোঃ - আজাহারুল ইসলাম, জঙ্গীপুর, (কলেজ হোস্টেলের কাছে) মুর্শিদাবাদ
৩.সোনালী বুক ডিপো — প্রোঃ আমিরুল ইসলাম। সুজাপুর, মালদা; ফোন নং : ৯৪৭৪ ৩৪৭ ১৭৩
৪.বুক হাউস — ফোন নং : ৯৭৩২ ০৭২ ২৬৯; প্রোঃ - আবুল কালাম আজাদ, নলহাটি (রাজ মার্কেট), বীরভূম
৫.বুক ল্যান্ড — বহরমপুর সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; ফোন নং : ৯৭৩৫ ৮৯৪ ৯৮৮

যোগাযোগ

সৈঈদুল ইসলাম (সহ-সম্পাদক) মোঃ 9002 013 102
সেখ ইমদাদুল করিম (সহ-সম্পাদক) মোঃ 9733 095 821
সেখ সিদ্দিকুর রহমান (টীচার-ইন-চার্জ) মোঃ - 9735 742 094

বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য
মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি : 7501 127 952

মহঃ ফারুক
সম্পাদক : মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি
মোঃ - 9733 944 615

তীব্র ভূকম্পে বিধ্বস্ত শহর! সুনামি-আতঙ্কে উপকূলবাসী

বিশেষ প্রতিনিধি: ভয়ংকর শক্তিশালী এক ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পশ্চিম মেক্সিকো। সোমবারে তীব্র ভূমিকম্পের জেরে মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটির বাড়িগুলিতে ভয়াবহ কম্পন অনুভূত হয়েছে। মেক্সিকোর ন্যাশনাল সিসমোলজিক্যাল এজেন্সি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, মেক্সিকো ৭.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে। মেক্সিকান ভূতত্ত্ববিদদের মতে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের মিচোয়াকান রাজ্যের কোলকোম্যান থেকে ৫৯ কিলোমিটার এবং রাজধানী মেক্সিকো সিটির কয়েকশো কিলোমিটার পশ্চিমে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। মেক্সিকো সিটির ভূমিকম্পের অ্যালার্ম বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। রাজধানীতে বসবাসকারী ৩৭ বছর বয়সি করিনা সুয়ারেজ আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বলেন, ভয়াবহ অনুভূতি। মেক্সিকোর মেয়র ক্লডিয়া শেনবাউম টুইটে বলেন, এখনও অবধি ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। মেক্সিকোতে এই ভয়াবহ মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হওয়ার পর সুনামির আশঙ্কাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন সেই দেশের ভূতত্ত্ববিদরা।

সম্প্রতি তাইওয়ানেও পরপর দু'দিন ভূমিকম্প হল। শনিবার তাইওয়ানে হওয়া ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৬। রবিবার তাইওয়ানের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে আরও একবার ভূমিকম্প হয়। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছিল, তাইওয়ানে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.৯। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল তাইতুং থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে। ভূমিকম্পের পরই বেশ কয়েকবার আফটারশক অনুভূত হয়েছে।

১৯৮৫ ও ২০১৭ সালে ল্যাটিন আমেরিকার এই দেশ ভয়াবহ ভূমিকম্পের মুখে পড়েছিল। ওই দু'বছরেও একই তারিখে মেক্সিকোয় ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল। সোমবারের ভূমিকম্প সেই স্মৃতিই উস্কে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ভূতত্ত্ববিদরা। ১৯৮৫ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর ৮.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল মেক্সিকো। সেই ভূকম্পনে প্রায় ১০ হাজার জনের মৃত্যু হয়েছিল, অসংখ্য বাড়িঘর ভেঙে পড়েছিল। এই ভূকম্পনের কয়েক বছর পর ২০১৭ সালেও ১৯ সেপ্টেম্বর আবারও ভূকম্পনে কেঁপে ওঠে মেক্সিকো। রিখটার স্কেলে সেই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.১। সেই ভূমিকম্পে ৩৭০ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

ইরানে পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় এক মহিলার মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ।

'ফিরিয়ে দাও আমাদের দুর্মূল্য হিরে!'

বিশেষ প্রতিনিধি: রানির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নানা দেশ থেকে ব্রিটেনের হেফাজতে থাকা তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার ডাক উঠেছে। ব্রিটিশ রাজমুকুটে এবং রাজদণ্ডে যেসব বহুমূল্য বিরল হিরেমণিরত্ন খচিত রয়েছে সেগুলি বিভিন্ন দেশের। তারা এবার স্বর তুলছে, সেসব ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের। একই ডাক দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাও। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পরেই দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের কালিনান নামের বিরল হিরেটি ফেরত চেয়েছে, যেটি ব্রিটিশের রাজদণ্ডে খচিত। হিরেটি আফ্রিকার 'গ্রেট স্টার' নামেও খ্যাত। এটি বিশ্বের বৃহত্তম হিরের টুকরো হিসেবে পরিচিত! ১৯০৫ সালে খনি থেকে পাওয়া এক বিরল মানের হিরে থেকে কেটে এটি তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজপরিবারের হাতে এটি তুলে দিয়েছিল আফ্রিকার তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসকেরা।

এখন হাতের মুঠোয় মহাকাশ ভ্রমণ, খরচ মাত্র সাড়ে ৩ কোটি

বিশেষ প্রতিনিধি: মহাকাশে বেড়াতে যেতে চান? কীভাবে হবে শখ পূরণ ভেবে কূল পাচ্ছেন না? আর ভাবনার কিছু নেই। চিনের হাত ধরে এবার সেই স্বপ্নকে ছুঁতে পারবেন আপনিও। তার জন্য অবশ্য পকেট থেকে খসবে কড়কড়ে ৩ থেকে সাড়ে ৪ লক্ষ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় সাড়ে ৩ কোটিরও বেশি টাকা। শুনতে অদ্ভুত লাগতেও ২০২৫-র মধ্যে তেমনটাই ঘটতে চলেছে। আগামী তিন বছরের মধ্যেই 'মহাকাশে পর্যটন' বা 'স্পেস টুরিজ্যম' শুরু করতে চলেছে চিন। যা নিয়ে বিশ্বজুড়ে আগ্রহ দেখা দিয়েছে বলে একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। যদিও মহাকাশ পর্যটনের চূড়ান্ত রূপরেখা এখনও প্রকাশ্যে আনেনি বেজিং।

গত কয়েক বছর ধরেই 'মহাকাশ পর্যটনের' বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে আসছে চিন। সম্প্রতি সেদেশের একটি সংবাদপত্রে এই নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে, 'চায়না ন্যাশনাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বা 'সিএনএসএ'-র তরফে এই 'স্পেস টুরিজ্যমের' পরিকল্পনা করা হয়েছে। কেমন হবে সেই 'মহাকাশ পর্যটন', তারও একটি রূপরেখা সেখানে দেওয়া হয়েছে। ওই খবর অনুযায়ী, একটি ছোট মহাকাশযানে করে এই পর্যটনে আগ্রহীদের স্পেসে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে থাকবে জয়-রাইডের ব্যবস্থা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে তাঁদের।

তবে 'স্পেস ট্যুরিজম'-র ক্ষেত্রে চিনই কিন্তু প্রথম দেশ নয়। এর আগে এই উদ্যোগ নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানকার জেফ বেজোস 'ব্লু অরিজিন' নামে একটি সংস্থা তৈরি করেছেন। সেই সংস্থার মাধ্যমে পৃথিবী পৃষ্ঠের শেষ লাইন স্পর্শ করতে পারবেন আপনি। 'ব্লু অরিজিন' তার গ্রাহকদের পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিলোমিটার উচ্চতায় 'কারমেন লাইন' পর্যন্ত নিয়ে যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দাবি, এই 'কারমেন লাইন'-ই পৃথিবী ও মহাশূন্যের মধ্যে শেষ সীমারেখা।

আমেরিকা ও চিনের পাশাপাশি এই 'মহাকাশ পর্যটনের' বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে ভারতও। এদেশে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'-র তরফে অবশ্য এখনও এই নিয়ে সরকারিভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরেই মার্কিন সংস্থা 'ব্লু অরিজিন'-র তরফে 'স্পেস টুরিজ্যম'-র জন্য ৩টি মহাকাশযান ছাড়া হয়েছে। অন্যদিকে চিনের এই একই ধরনের প্রকল্পে অর্থলগ্নি করার আগ্রহ দেখিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। সূত্রের খবর, ভারতের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারে ইজরায়েল। কোনও কোনও সূত্রে অবশ্য জানিয়েছে এই প্রকল্প শুরু করার জন্য রাশিয়ার হাত ধরতে পারে নরেন্দ্র মোদী সরকার। যাই হোক না কেন, সেদিন আর বেশি দূরে নেই যখন এদেশে থেকেও ঘুরে আসা যাবে স্পেসে। শুধু থাকতে হবে পকেটের জোর।

'ঘুম ভাঙানি' বাঁশির সুরেই শেষকৃত্য রানির

শেষ শ্রদ্ধা রয়্যাল ব্যাগ পাইপারের

বিশেষ প্রতিনিধি: তাঁর বাঁশির সুরেই প্রতিদিন ঘুম ভাঙত রানির। সেই বাঁশি শুনতে শুনতেই চিরকালের মতো লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেলেন তিনি। পড়ে রইল রাজপাট। পড়ে আছে রাজদণ্ড। আপামর ব্রিটিশ জনতাকে কাঁদিয়ে চিরকালের জন্য বিদায়! এখনও কানে বাজছে সেই বিষাদের সুর। 'ঘুমাও প্রিয় রানি ঘুমাও।'

সোমবারই লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে সমাধিস্থ করা হয় রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে। ব্রিটেনেশ্বরীর শেষকৃত্যে ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাগ পাইপারদের ব্যান্ডের সদস্য। রানিকে সম্মান জানিয়ে তাঁকে সমাধিস্থ করার আগে শেষবারের মতো সেখানে অনুষ্ঠান করেন সেই ব্যাগ পাইপার।

ব্রিটিশ রাজপরিবারের ইতিহাসে এই ব্যাগ পাইপারদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথা অনুযায়ী রাজা বা রানিকে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে তোলার দায়িত্ব তাঁদের। সেই নিয়ম মেনে গত সাত দশক ধরে এই কাজ করে আসছে লন্ডনের রাজবাড়ি বাকিংহাম প্যালেসের এই ব্যাগ পাইপারের দল। প্রতিদিন সকালে রানির ঘরের জানলার কাছে ১৫ মিনিট ধরে ব্যাগ পাইপ বাজাতেন তাঁরা। ব্যাগ পাইপের সেই সুরেলা শব্দেই ঘুম ভাঙত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের।

বাকিংহামের অন্দরে এই ব্যাগ পাইপারের দলের প্রবেশ কিন্তু একুশ শতকে হয়নি। রানি ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে এই 'মহান দায়িত্ব' সামলে আসছেন তাঁরা। রাজবাড়ির ইতিহাস বলছে, ১৮৪৩-এ প্রথম এই ব্যাগ পাইপারদের রাজবাড়িতে ঢোকার অনুমতি মেলে। এতদিন পর্যন্ত এই কাজের দায়িত্ব সামলেছেন মেজর পল বার্নস। তিনি ছিলেন সপ্তদশ ব্যাগ পাইপার। সোমবার রানিকে সমাধিস্থ করার সময় শেষ বারের মতো ব্যাগ পাইপ বাজান তিনি।

গত ৮ সেপ্টেম্বর স্কটল্যান্ডের বালমোরাল প্রাসাদ দুর্গে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। সেখান থেকে তাঁর কফিনবন্দি দেহ নিয়ে আসা হয় লন্ডনে। ওয়েস্টমিনস্টার হলে রাখা ছিল সেই কফিন। সোমবার সেই কফিন নিয়ে শুরু হয় শেষযাত্রা। বাকিংহাম প্যালেসের সামনে দিয়ে গিয়ে লন্ডনের প্রায় ২.৪ কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করে রানির কফিন নিয়ে আসা হয় ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে।

সেখানে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালনের পর সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। শেষকৃত্যের একেবার শেষ লগ্নে দু'মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করা হয়। ঠিক তার পরই শুরু ব্রিটেনের জাতীয় সংগীত 'গড সেভ দ্য কিং'। এতদিন পর্যন্ত এই গানে 'কিং'-র জায়গায় 'কুইন' শব্দটি ব্যবহার করা হত। প্রসঙ্গত, সোমবারের অনুষ্ঠানে ছিলেন সস্ত্রীক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাঁক্র এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রনেতার। ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

রানির মৃত্যুর পরেই সুর চড়াল দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাক্টিভিস্ট থান্ডুক্সলো সাবেলো অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে বলেছেন, কালিনান হিরেটি এক্ষুণি দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে তুলে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের এবং আরও অন্য দেশের খনিজসম্পদ এবং আমাদের দেশের মানুষকে হারিয়ে এককালে ব্রিটিশের হাতে এইসব তুলে দেওয়া হয়েছিল। শুধু কথাই নয়, রীতিমতো একটা সংগঠনও তৈরি হয়ে গিয়েছে। তৈরি হয়েছে 'চেঞ্জ অর্গ' শীর্ষক একটি অনলাইন পিটিশন। যেখানে অন্তত পক্ষে ৬০০০ মানুষ সই করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টের সদস্য ভুয়োলওয়েথু জুংগুলা একটি ট্যুইট করে বলেছেন, যে সব সোনাদানা হিরে-টিরে এককালে ব্রিটিশেরা চুরি করেছিল, তা এবার ফেরানোর সময় এসেছে।

জানা গিয়েছে, ৫৩০.২ ক্যারাটের ওই দক্ষিণ আফ্রিকার হিরেটি ঐতিহ্যবাহী ব্রিটিশ শাসনদণ্ডের অংশ হয়ে উঠেছে। অথচ হিরেটি ষোলোশো খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাদের দেশে রাজ্যভিষেকের সময় ব্যবহৃত হত। ঠিক এই মুহূর্তে হিরেটির মূল্য কত, কেউ তা পরিষ্কার জানে না। তবে এটি বিপুল মূল্যের সন্দেহ নেই। এর ঐতিহাসিক গুরুত্বই এর মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

বিবিধ

বাংলার মুকুটে ফের সেরার পালক

স্বনির্ভরতায় ভারত-সেরার স্বীকৃতি মমতার রাজ্যকে

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলার মুকুটে ফের যুক্ত হল আরও একটি সেরার পালক। স্বনির্ভরতায় ভারত-সেরার স্বীকৃতি পেল বাংলা। শুক্রবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে জানান বাংলা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করল স্বনির্ভরতায়। তিনি স্বনির্ভর গোষ্ঠী-সহ সমস্ত দফতরের আধিকারিককে শুভেচ্ছা বার্তা ও অভিনন্দন জানান।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে আরও জানান, ১০.০৪ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে বাংলায়। দেশের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে আমাদের রাজ্যেই। জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অন্তর্ভুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী তাই সেরার সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে বাংলা। এই সম্মান আমাদের কাছে গর্বের। কেন্দ্র যতই বদনাম করুক বারবার জাতীয় স্তরে সেরার শিরোপা আদায় করে নিচ্ছে মমতার বাংলা। বাংলার ঝুলিয়ে প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে একটা একটা করে পালক। বাংলাকে সেরার শিরোপা দিতে বাধ্য হচ্ছে কেন্দ্র। সম্প্রতি সংস্কৃতিতে বাংলাকে সেরার শিরোপা দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। আর তারপর বাংলার ঝুলিয়ে সেরার শিরোপা আদায় করে নিয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী। তা নিয়ে উচ্ছ্বসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, রাজ্যে ১০ লক্ষ ৪ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে বাংলায়। সেই কারণেই কেন্দ্রের স্বনির্ভরতা প্রকল্পে ভারতে সেরার সম্মান ছিনিয়ে নিতে পারল বাংলা। বারবার নিজের যোগ্যতায় সেররা শিরোপা আদায় করে নিচ্ছে আমাদের রাজ্য। তিনি লেখেন, ন্যাশনাল রুর‍্যাল লাইভহুড মিশন প্রকল্পে দেশের সমস্ত রাজ্যকে পিছনে ফেলে বাংলা সেরার স্থান দখল করে নিয়েছে। তিনি ১৯০ লক্ষ ৪ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে বাংলাকে সংস্কৃতির সেরা পীঠস্থানের স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ব-মঞ্চে সেই পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জার্মানির বার্লিনে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে বেস্ট ডেস্টিনেশন ফর কালচার অ্যাওয়ার্ড। তারপর স্বনির্ভরতায় নতুন পালক যুক্ত হল বাংলার মুকুটে।

সংস্কৃতিতে সেরার সম্মান ছিনিয়ে নেওয়ার আগে বাংলার দুর্গাপুজো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। তারও আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রী-সহ একাধিক প্রকল্প বিশ্বসেরার স্বীকৃতি পেয়েছে। এবছরই ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে হেরিটেজ তকমা দেওয়া হয়েছে বাংলার দুর্গাপুজোকে। এরপর রাজ্যের পক্ষ থেকে ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ দিয়ে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। তার আগে পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ছৌ নাচকেও স্বীকৃতি দিয়েছিল ইউনেস্কো। ফলে বাংলার সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ধারা আগে থেকেই চলছিল।

সিপিএমের 'ইনসাফ' আন্দোলনকে সমর্থন বিজেপি বিধায়কের

তৃণমূল-উৎখাতে এক বাম-ডান

বিশেষ প্রতিনিধি: শুভেন্দু অধিকারীর পর আরও এক বিজেপি বিধায়ক বাম সমর্থনে গলা ফাটালেন। শুভেন্দু অধিকারী বামেদের সমর্থন চেয়ে আওয়াজ তুলেছিলেন, আর বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ প্রকাশ্যে বামেদের সমর্থন করে বসলেন। আনিস খানের মৃত্যুতে বামেদের পথে নামা ও আন্দোলনকে ন্যায্য বলে দাবি করলেন। একইসঙ্গে তিনিও তৃণমূলের উৎখাত দাবি করলেন।

বিজেপির চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ এদিন বলেন, আমরা চাই ডান হোক বা বাম- সবাই মিলে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে হবে। আল্টিমেট বামেরা তো তৃণমূলের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করছে। আনিস খানের মৃত্যুতে ইনসাফের দাবিতে তাঁরা রাজপথে নেমেছে। তাঁদের আন্দোলন করার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। বিজেপি বিধায়কের কথায়, যে কোনও রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে পারে। বামেরা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমাদেরও লড়াই মূলত তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বেশ কিছু কমন ইস্যুও তৈরি হয়েছে, যেখানে বামেরা এবং আমরা তৃণমূলের বিরোধিতায় সরব হচ্ছি। ফলে এই ইস্যুতেও আমাদের নৈতিক সমর্থন রয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা নৈতিকভাবে বামেদের সঙ্গে যেতে পারি না। কিন্তু ইস্যুভিত্তিক সমর্থন দিতেই পারি। আর সবথেকে বড় কথা, আমরা উভয়েই তৃণমূল সররকারকে উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর। কেননা তৃণমূলের আমলে রাজ্যে অনৈতিকতায় ভরে গিয়েছে। তাই তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করা না হলে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক অধিকারের লড়াই করতে পারবে না কেউ। এর আগে শুভেন্দু অধিকারী বামেদের সমর্থন চেয়েছিলেন। নবান্ন অভিযানের আগে তিনি বামেদের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে অভিযানে নামের ডাক দেন। তারপরই রাজ্য রাজনীতিতে প্রশ্ন উঠে পড়ে, কেন হঠাৎ বামেদের ডাকতে হচ্ছে বিজেপির নবান্ন অভিযানে? তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠে চোর ধরো জেল ভরো কর্মসূচিতে বিজেপি নবান্ন

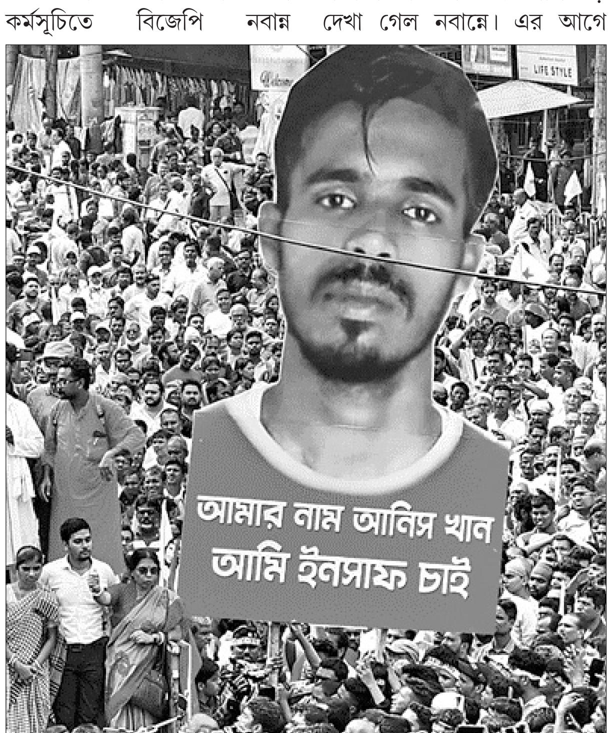

অভিযানের ডাক দেয়। আর সিপিএম বা বামেরা ডাক দেয় সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানের। তারপরই শুভেন্দু বলেন, বামেরাও শামিল হন বিজেপির নবান্ন অভিযানে।

শুভেন্দু বলেছিলেন, বামেরা যদি সত্যি সত্যি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের উৎখাত চান, তবে তাদেরও বিজেপির নবান্ন অভিযানে শামিল হওয়া উচিত। শুভেন্দু অধিকারীর সেই বার্তা রাজনৈতিক মহলকে ভাবিয়ে তুলেছিলেন এবার শুভেন্দু অধিকারীর মতোই বামেদের কর্মসূচিতে সমর্থন জানিয়ে সেই চর্চা আরও বাড়িয়ে দিলেন চাকদহের বিজেপি বিধায়ক। এদিন সিপিএম ছাত্র ও যুব সংগঠনের ডাকে ইনসাফ সভা সফল। বহুদিন পর লাল-ঝড় দেখা গেল নবান্নে। এর আগে বামেদেরও 'চোর ধরো জেল ভরো' স্লোগানকে সামনে রেখে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানও সফল ছিল। তবে বিজেপির নবান্ন অভিযানে বামেদের শামিল হওয়ার ডাক, তারপর বামেদের ইনসাফ সভাকে বিজেপির সমর্থন করাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। এসবই প্রমাণ বামেরা রাম হয়েছিল, এখন আবার সেই রামেরা বামে ফিরে আসছেন।

পা কাঁপছে 'রাজনীতিক' শুভেন্দুর!

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, শুভেন্দু যে অভিষেককে ভয় পাচ্ছেন, এটা স্পষ্ট তাঁর অশালীন ভাষণেই। আসলে অভিষেককে ভয় পাচ্ছেন মোদী-শাহ থেকে শুরু করে শুভেন্দু-সুকান্তরা। বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি অভিষেককেও আক্রমণ করেছে বিজেপি। তাঁর দাবি, বয়সে এত ছোট হওয়া সত্ত্বেও অভিষেককে দেখে পা কাঁপছে শুভেন্দুর। তাই মুখে অশালীন বাণী। কুণাল ঘোষ আরও বলেন, অভিষেকের একটাই দোষ তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো। তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় হওয়া কি দোষের? শুভেন্দু নিজেও রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। তা সত্ত্বেও তিনি অশালীন ভাষায় অভিষেককে আক্রমণ করে চলেছেন। এটা তাঁর নিম্নরুচির পরিচয়। উল্লেখ্য, বিজেপির নবান্ন অভিযানের পর থেকেই তৃণমূল ও বিজেপির তরজা বহুল পরিমাণ বেড়েছে।

বিজেপি ঢাল করছে কেজরিকে

প্রথম পাতার পর

এবার গুজরাতেও সেই একই খেলা। আর কংগ্রেসের এই অভিযোগকে আরও সত্য করে তুলেছে বিজেপির সাম্প্রতিক ভাবনা। বিজেপি ধরেই নিয়েছে আম আদমি পার্টি সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল কী করেন, তার উপর অনেকটাই নির্ভর করবে গুজরাতের ভাগ্য। কেজরিওয়ালের পার্টি এবার ফারাক তৈরি করে দিতে পারে গুজরাতে। বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে আপ। এই অবস্থায় বিজেপি বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, আম আদমি পার্টি রাজ্যে পা রাখলে সুবিধা হবে তাঁদেরই।

বিজেপি মনে করছে, আম আদমি পার্টি বা আপ কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসাবে। তাতে বিজেপির জয়ের পথ প্রশস্ত হবে। মাশুল গুণতে হবে কংগ্রেসকে। তাই অরবিন্দ কেজরিওয়াল গুজরাতে এলে তাঁকে খুল্লামখুল্লা আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। মানুষের দৃষ্টি তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিজেপির তরফে। এভাবে ভোট বিভাজনের রাস্তায় হেঁটে ফায়দা তোলাই তাঁদের আপাত লক্ষ্য। গুজরাত নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে যে রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখতে পারছেন অমিত শাহ-জেপি নাড্ডারা। ১৮২ আসনবিশিষ্ট গুজরাতে চলতি বছরের শেষে বিধানসভা নির্বাচনে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপির একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। রাজ্যের একটি বেসরকারি সংস্থা ও বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা রিপোর্টে জানা গিয়েছে, এবার ভোটে বিজেপি গতবারের তুলনায় ৯ থেকে ১০টি আসন কম পেতে পারে। উল্টোদিকে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বাড়তে পারে ৪-৫টি। আর আম আদমি পার্টি পেতে পারে তিনটি আসন।

এই সমীক্ষা রিপোর্টে স্পষ্ট এবার বিজেপিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে গেলে আরও কাঠখড় পোড়াতে হবে। ২০১৭ সালের নির্বাচনেও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সংখ্যগরিষ্ঠতা পেয়েছিল বিজেপি। গতবার ৯৯টি আসনে জিতে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। কংগ্রেস পায় ৭৭টি আসন। বাকি ৬টি আসন ভাগ করে নেয় নির্দল, বিএসপি ও এনসিপি। কঠিন পরিস্থিতিতে বিজেপি কংগ্রেসের বাধা টপকে ২০১৭ সালে সরকার টিকিটে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু এবার আরও কঠিন হতে চলেছে লড়াই। এবার আসরে নেমেছে আম আদমি পার্টি। আম আদমি পার্টিই ফারাক তৈরি করতে পারে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিজেপিও সেইমতো অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও আম আদমি পার্টিকে নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করছে। কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসিয়ে নয়া কৌশলে মাত দিতে তাইছে ২০২২-এর বিধানসভা নির্বাচনে।

বিজেপিকে টেক্কা সিপিএমের

প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে বিজেপিকে টপকে তৃণমূলের বিকল্প হয়ে ওঠার বার্তা দিতে প্রস্তুত হচ্ছে বামেরা। মঙ্গলবার সকাল থেকে যেভাবে ধর্মতলায় লাল পতাকার ঢেউ উঠল, তাতে আশাবাদী মহম্মদ সেলিমরা। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সৃজন ভট্টাচার্যের মতো তরুণ-তুর্কিরা লড়াইয়ের মন্ত্র পেল এই ইনসাফ সভা থেকে। আনিস খানের বাবাকে মঞ্চে হাজির করিয়ে তাঁরা একইসঙ্গে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই জমিয়ে দিলেন। শুরু হল বামেদের কামব্যাকের স্বপ্ন দেখা।

'বিশ্বাস করি না মোদী করাচ্ছেন'

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি দিদি-মোদীর 'সেটিং-তত্ত্ব' আবার সামনে এল বলেও মত কোনও কোনও বিশ্লেষকের। অন্যদিকে মমতার করা মন্তব্যকে তীব্র শ্লেষে বিঁধেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী হীনমন্যতায় ভুগছেন। তাঁর দল থেকে দলে দলে চোর ধরা পড়ছে। চোরদের বাঁচানোর জন্য তিনি মোদী-বন্দনায় মেতেছেন। এর আগেও 'আরএসএস খারাপ নয়' বলে বিজেপি ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়েছিলেন তিনি। আমরা আগেই বলেছিলাম বিজেপি-তৃণমূল সেটিং আছে। আবার একবার সে কথা প্রমাণ হল।" আইমা সম্পাদকের সুরে সুর মিলিয়ে বিরোধীরাও একহাত নিয়েছে রাজ্যের শাসকদলকে। সিপিআইএম এবং কংগ্রেস একযোগে অভিযোগ করেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় মোদীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলেন।

পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে পর্যালোচনা সভা কানাসি বৃন্দাবনচক আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৩ সাল পড়তে আর বেশি দেরি নেই। সামনে পুজো। তারপরেই রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েত ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। এদিকে পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করে ঘুঁটি সাজাচ্ছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। ফলে দিন যত এগিয়ে আসছে ততই ব্যস্ততা বেড়ে চলেছে আইমার কর্মীদের। সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটজুড়ে এখ ন থেকেই চলছে ভোটের প্রস্তুতি। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই মঞ্চে হাজির হবে আইমার রাজনৈতিক দল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ছাড়াও যেখানেই আইমা শক্তিশালী সেখানেই আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা ভোটে দাঁড়াবেন। তার প্রস্তুতিও চলছে তুঙ্গে। এই মুহূর্তে সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটে চলছে সাংগঠনিক পর্যালোচনা সভা। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার তেমনই একটি সাংগঠনিক সভার আয়োজন করেছিল আইমার পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত রাধাবল্লভচক অঞ্চলের কানাসি বৃন্দাবনচক আইমা ইউনিট। কানাসি বৃন্দাবনচক গ্রামের আইমা কর্মীরা এই সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আইমা যদি পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী দেয় তাহলে তা শাসকদলের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কারণ, সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় আইমার যে সংগঠন আছে, তার জোরে শাসকদলের প্রার্থীদের যথেষ্ট বেগ দেবেন আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা, এমনটাই ধারণা ওই বিশ্লেষকদের। ফলে টক্কর যে সেয়ানে সেয়ানে হতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আইমাকর্মীরাও দ্বিগুণ উৎসাহে দিন গুনছেন পঞ্চায়েত ভোটের কথা মাথায় রেখে। কারণ সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে শাসকদলকে শিক্ষা দিতে তাঁরা প্রস্তুত।

শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের অন্তর্গত সাবলয়াড়া আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে। ইউনিটের তরফ থেকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল একটি শুভেচ্ছাপত্রও।

ভোটার কার্ড-আধারের সংযোগ

উদ্যোগ পূর্ব চরণদাসচক-পুতপুতিয়া ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তি নিয়ে অনেকদিন আগেই জারি হয়েছে সরকারি নির্দেশিকা। কিন্তু অনলাইনে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রায়শই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এবার এইসব সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলো অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব চরণদাসচক-পুতপুতিয়া ইউনিটের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া হল স্থানীয় মানুষকে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টা থেকেই কাজে লেগে পড়েন আইমার কর্মীরা। বিকেল ৩টে পর্যন্ত চলে ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ।

আর পাঁচটা সংগঠনের সঙ্গে আইমার তফাৎ হল, আইমা মুখে যা বলে কাজে সেটা করে দেখায় তা-ই নয়, বরং অনেক বেশি করে। বিশেষ করে সামাজিক পরিষেবামূলক কাজে এই মুহূর্তে আইমার জুড়ি মেলা ভার। কারণ আইমা সবসময় মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে বিরামহীন ভাবে। ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়াও সেই সামাজিক কাজেরই অংশ। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে পূর্ব চরণদাসচক-পুতপুতিয়া আইমাই

ইউনিটের সদস্যরা মহা উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েন সমাজসেবার এই মহান কাজে। এদিন অসংখ্য মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযোগ করার জন্য।

ড্রেন পরিষ্কারের কাজে হাত লাগলেন আইমানেতা সেখ আবদুল মজিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজেদের অঞ্চলে জঞ্জাল পরিষ্কার বা এলাকা সাফসুতরো রাখা যেন আইমার কর্মীদের কাছে নিত্য নৈমিত্তিক

ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। যে কাজ করা উচিত সরকারি কর্মচারী বা প্রশাসনের লোকদের তা করছেন আইমার কর্মীরা। আর কর্মীদের পাশাপাশি আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে হাত লাগাচ্ছেন আইমা নেতৃত্বও। শাসকদল বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ যেমন পায়ের ওপর পা তুলে হুকুমদারি করা ছাড়া আর কিছু বোঝেন না, আইমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। কারণ এখানে নেতা ও কর্মীর মধ্যে আলাদা কোনও ভেদ নেই। ফলে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তাছাড়া আইমার কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের কঠোর বার্তা হল, নেতা হিসাবে কেউ আলাদা কোনও সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না। যদিও সাধারণ কর্মীদের তুলনায় নেতৃত্বের দায়িত্ব অনেক বেশি, কিন্তু সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে ছোটবড় কোনও ভেদাভেদ নেই। ফলে নেতা ও কর্মী— সবাইকে মিলে সমানভাবে অংশ নিতে হয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর রবিবার তেমনই এক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী থাকলেন কাঞ্চনপুর অঞ্চলের মানুষ। মহিষাদল ব্লক আইমার সম্পাদক সেখ আবদুল মজিদ নিজে কোদাল হাতে নেমে পড়লেন নিকাশি নালা পরিষ্কারের কাজে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওই ইউনিটের কর্মীরাও। কথায় আছে নেতা চলেন আগে, কর্মীরা যায় পিছে। এক্ষেত্রেও নেতৃত্বের এগিয়ে এসে কাজে লেগে পড়া শিক্ষণীয় হয়ে থাকল। নেতা পথ দেখাবেন আর সেই পথে এগিয়ে চলেবেন কর্মীরা। এটাই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের মূল মন্ত্র। এদিনের কর্মসূচিতে সেই দৃশ্য আরও একবার ফুটে উঠল।

বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা আইমার

উদ্যোগ পাঁশকুড়া পৌর আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সামাজিক পরিষেবা দানের উল্লেখ বহুবার করা হয়েছে। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখার ভার যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর বর্তায়, সেখানে নিজেদের কাঁধেই সেই দায়িত্ব তুলে নেন আইমার কর্মীরা। ফলে রাজনৈতিক নেতাদের থেকে আইমাকে বেশি ভরসা করেন আমজনতা।

এবার পাঁশকুড়া পৌর আইমা ইউনিটের উদ্যোগে পাঁশকুড়া পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রানিহাটি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে মেডিকেল পরিষেবার ব্যবস্থা করা হল। বডি চেকআপ, সুগার টেস্ট, ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়, ইসিজি-সহ একাধিক পরিষেবা দেওয়া হল ওই অঞ্চলের মানুষকে। প্রায় ৬৫ জন মানুষ আইমার উদ্যোগে হওয়া বিনামূল্যের ক্যাম্পে এসে পরিষেবা গ্রহণ করেন। আইমা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন তাঁরা। পাশাপাশি আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান আগত মানুষজন, এমন একটি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য। উপস্থিত চিকিৎসকরাও মানুষকে পরিষেবা দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হন, যা বোঝা যায় তাঁদের শারীরিক ভাষা দেখেই। এমন জনমুখী কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে তাঁরা জানান, এরকম উদ্যোগ বারবার নেওয়া উচিত যাতে সাধারণ মানুষের মনে ভরসা জন্মায়।

মেয়ের চিকিৎসায় সহায়তা দুস্থ মা'কে

আর্থিক সাহায্য ওড়িশার পটিয়া আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ভিনরাজ্যেও সমানভাবে কাজ করে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। তবে ভিন রাজ্যের সংগঠনগুলোর মধ্যে ওড়িশার ইউনিটগুলোই সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। প্রতাপপুর দরবার শরিফের পিরসাহেব তথা অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের দোয়া এবং আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করে তরতর করে এগিয়ে চলেছে ওড়িশায় অবস্থিত আইমার বিভিন্ন ইউনিটগুলো। সামাজিক সেবামূলক নানা কাজের পাশাপাশি নিয়মিত দুস্থ এবং অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে আইমার জুড়ি মেলা ভার। বিশেষ করে অসুস্থ মানুষকে আর্থিক সহায়তা দিতে সবসময়

এগিয়ে আসেন আইমার কর্মীরা। এবার সংগঠনের ওড়িশা রাজ্যের পটিয়া ইউনিটের পক্ষ থেকে সন্তানের চিকিৎসার জন্য একজন দুঃস্থ মায়ের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন আইমা সদস্যরা। এই আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের কথা হয়তো ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে গেল। কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যাপার যেটা ঘটল, তা হল, ওই মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আইমার কর্মীরাও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আপ্লুত ওই অসহায় মা দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করলেন আইমার কর্মীদের। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানালেন সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে।

কিছুদিন আগেই ভুবনেশ্বর থেকে ঘুরে এলেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। সেখানে ভুবনেশ্বর যুব আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেই ছবিই ধরা পড়েছে ক্যামেরায়।

রোগীকে আর্থিক সাহায্য আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের (আইমার) দানের হাত কিছুতেই থেমে নেই। যতই সময় এগোচ্ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আইমার দানের হাতও প্রসারিত হচ্ছে। বিশেষ করে অসুস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সবসময় প্রস্তুত আছেন আইমার কর্মীরা। এবার তেমনই একজন অসুস্থ অসহায় মানুষকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হল পাঁশকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত রূপদয়পুর ১৬ নং ওয়ার্ড আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে। বর্তমানে অসুস্থ ওই ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সেখানে গিয়ে তাঁর হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন রূপদয়পুর ১৬ নং ওয়ার্ড আইমা ইউনিটের সদস্যরা। আইমার এই মানবিকতায় যারপরনাই খুশি ওই ব্যক্তি। তিনি আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান-সহ সংগঠনের সকল কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। আইমার এই মানবিক কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হাসপাতালের কর্মীরাও।

'আইমা কাপ' ফুটবল প্রতিযোগিতা উদ্যোগে সিদ্ধা-১ আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার একটি মনোগ্রাহী ও দৃষ্টিনন্দন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাক্ষী থাকলেন সিদ্ধা-১ অঞ্চলের মানুষ। এমনিতেই বছরের বিভিন্ন সময় নানারকম খে লাধূলার আয়োজন করে থাকেন আইমার কর্মীরা। সেই অনুশীলনে কখনওই ছেদ পড়ে না। এবার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত সিদ্ধা-১ আইমা ইউনিটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল আইমা কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। যেখানে ৮টি দলকে নিয়ে নক আউট পর্যায়ের ঢালাই বল খেলার আয়োজন করা হয়। সিদ্ধা হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযগিতায় দর্শকের উপচে পড়া ভিড় আবার প্রমাণ করল আইমার এমন উদ্যোগ কতটা সফল।

খেলাধূলার সঙ্গে শরীরচর্চার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ককে আরও মজবুত করার জন্য বরাবর উৎসাহ দিয়ে এসেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর রবিবার এই ঢালাই বল প্রতিযোগিতা অর্থাৎ আইমা কাপে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের খে লোয়াড়দের উৎসাহিত করা হয় আইমার পক্ষ থেকে। এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন সিদ্ধা-১ আইমা ইউনিটের সদস্যরা ছাড়াও সংগঠনের জেলা নেতৃত্বের অনেকেই। খেলার জন্য প্রতিটি দলের প্রবেশমূল্য ধার্য করা হয়েছিল একহাজার এক টাকা। বিজয়ী দলকে চার হাজার এক টাকা পুরস্কারমূল্য সহ দেওয়া হয় একটি সুদৃশ্য ট্রফি ও জার্সি। অন্যদিকে এই প্রতিযোগিতার রানার্স আপ দল পায় নগদ তিন হাজার টাকা, জার্সি ও ট্রফি। সকাল ৮.৩০ মিনিটেই খেলা শুরুর বাঁশি বাজান রেফারি। তারপর হইহই করে শুরু হয় খেলা। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ দারুণ উপভোগ করেন আইমা কাপের এই প্রতিযোগিতামূলক ঢালাই ফুটবল, এমনটাই জানাচ্ছেন আইমা নেতৃত্ব।

গাজী বরখান জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আইমা সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন যেমন সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণে বদ্ধপরিকর, তেমনই ধর্মীয় দিক থেকেও অত্যন্ত সহনশীল একটি সংগঠন। আইমার নীতিমালার মধ্যে প্রথম সারিতেই রয়েছে অসাম্প্রদায়িকতার পাঠ। কিন্তু এই সংগঠন অধার্মিকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। ফলে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সম্প্রীতির বার্তা প্রচার করেন আইমার কর্মীরা। একইসঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রেও উদারহস্ত আইমা। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান অনেক সময় নিজে উপস্থিত

থেকে এইসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কাজ তদারকি করেন। নিজ হাতে স্থাপন করেন ভিত্তিপ্রস্তর। এবার তেমনই এক মসজিদ নির্মাণের সূচনালগ্নে উপস্থিত ছিলেন তিনি। গত ২১ সেপ্টেম্বর বুধবার নন্দকুমার ব্লকের মিরপুর গ্রামের গাজী বরখান বাবার জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল তাঁর হাত ধরে। এই শুভ মুহূর্তে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওই অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও নন্দকুমার ব্লক আইমার একাধিক সদস্যর ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর রবিবার হুগলির চণ্ডীতলা আইমা ইউনিটের উদ্যোগে একটি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন আইমার বিশিষ্ট নেতৃত্ব সেখ খাইরুল হাসান ছাড়াও চণ্ডীতলা আইমা ইউনিটের স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

ভরা বর্ষায় বেহাল রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাস্তা নাকি ডোবা! বর্ষা আসলে হাঁটুজলে ডুবে যায় রাস্তাটি। ভোট আসে ভোট যায়, অথচ এই রাস্তা নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। বছরের পর বছর ধরে উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও কপালে জোটেনি এখানকার মানুষের। অথচ এই রাস্তার পাশেই আছে প্রতাপপুর-তমলুকের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ক। পাঁশকুড়া ব্লকের রধাবল্লভচক গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮২ নম্বর বুথের এই রাস্তাটির অবস্থা এমনই। বিষয়টি নজরে পড়লে আইমার কর্মীরা প্রসাশনের এক পদাধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি। আদৌ রাস্তাটি কবে ঠিক হবে জানে না কেউ।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২৫ সফর ১৪৪৪ হিজরি ০ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ ০ ৬ আশ্বিন ১৪২৯ ০ শুক্রবার

জেগে ওঠো মুসলিম-বিশ্ব

ইজরায়েলি বর্বরতা নিয়ে নতুন করে যত কথা-ই বলা হোক না কেন, তাতে তাদের নৃশংসতার চার আনা ছবিও ফুটিয়ে তোলা যায় না। তার চেয়েও যে কতশত গুণ ভয়ংকর তারা, সে আমাদের কল্পনার বাইরে। সম্প্রতি তারা সিরিয়ার দামাস্কাস বিমানবন্দরে যে বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে ৫ জন সিরীয় সেনাকে খুন করেছে তার নিন্দার ভাষা আমাদের জানা নেই।

মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে ইরান, তুরস্ক এবং প্যালেস্তাইন হল ইজরায়েলের ঘোর শত্রু। বাকিদের বেশিরভাগ অবৈধ এই দেশটিকে তেল দিয়ে চলে। এর পিছনে অবশ্য বেশকিছু কারণও আছে। মূলত আরব-বিশ্বের অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ মুসলিম-শাসিত দেশগুলোর লোভ এবং পারস্পরিক সংঘাতের কারণেই জায়নবাদী এই দেশটির অত্যাচার আজ মাত্রাছাড়া হয়েছে। এইসব দেশগুলোর মধ্যে সংঘাতের সুযোগ নিয়ে তারা ছড়ি ঘোরাচ্ছে দুর্বল মুসলিমদের ওপর। যখন তখন, ইচ্ছেমতো, আন্তর্জাতিক আইন বা মানবাধিকারের কোনওরকম তোয়াক্কা না করে এরা মুসলিমদের ধরে ধরে কচুকাটা করছে। সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছেন প্যালেস্তাইনের নিরীহ মুসলিমরা। অথচ বিশ্ববিবেক (!) নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে চোখে ঠুলি এঁটে।

লেবাননের হিজবুল্লাহ বা প্যালেস্তাইনের হামাসের মতো স্বাধীনতাকামী এবং জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোকে আজ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে দেগে দিয়েছে ইজরায়েল। তাদের এই মিথ্যার বুলি গিলে গোয়েবলসীয় পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোও একঘেয়ে প্রচারে নেমেছে এইসব মুক্তিকামী সংগঠনের বিরুদ্ধে। আসলে এটাই বোধহয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ইউএসপি। তারা যেটা প্রচার করে সেটাই একসময় দস্তুর হয়ে পড়ে। একটা সময় ভারতেও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সন্ত্রাসবাদী হিসাবে দেগে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের লড়াইকে জঙ্গি কার্যকলাপ বলে অভিহিত করেছিল ব্রিটিশরা। দেশের বহু শিক্ষিত মানুষও তাদের মিথ্যা প্রচার বিশ্বাস করেছিলেন বিনা যুক্তিতে। সেসব এখন অতীত। কিন্তু তাদের দেখানো রাস্তাটা এখনও বর্তমান। আজও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে বিভিন্ন দেশের মুক্তিকামী মানুষদের জঙ্গি বা সন্ত্রাসবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

সম্প্রতি দামাস্কাস বিমানবন্দরের পাশাপাশি সিরিয়ার আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ধ্বংসলীলা চালিয়েছে বিশ্বসন্ত্রাসীদের ভাবগুরু ইজরায়েল। যদিও তাদের ছোড়া অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্র সিরীয় সেনাবাহিনী মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে ধ্বংস করেছে। কিন্তু এটাই সব নয়। আমরা সবসময় অন্যায়, হত্যাযজ্ঞ বা ধংসলীলার বিরুদ্ধে। তবু যখন ভালো কথায় কাজ হয় না, তখন পালটা মারের ব্যবস্থা দরকার। এই মুহূর্তে বিশ্ব-মুসলিমের যা অবস্থা তাতে করে একের বিরুদ্ধে এক লড়াই করে তারা নিজেদের আরও দুর্বল করে ফেলছে। ভুগছে নেতৃত্বের সংকটে। এই লড়াই বন্ধ করে যত দ্রুত সম্ভব জোট বাঁধতে হবে মুসলিম দেশগুলোকে। শক্ত প্রতিরক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েল আর তার মদতদাতাদের। এই ব্যবস্থা ছাড়া মুসলিমদের টিকে থাকার আর কোনও উপায় নেই। গত বছর রমজান মাসে পবিত্র আল-আকসা মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া ২৫৬ জন নিরীহ মুসলিমকে ইজরায়েলি নপুংসক বাহিনী যেভাবে হত্যা করেছিল তা আমরা ভুলিনি। ভুলতে চাইও না। ফলে তাদের শিক্ষা পাবার সময় হয়েছে। অনেক ধৈর্য্য দেখিয়েছে মুসলিমরা। আর নয়, এবার প্রতিরোধের সময়। জাগো মুসলিম-বিশ্ব। আর ঘুমিয়ে থেকো না।

● ● ● ● ● ●

জীবন বদলের বাণী

বৈষম্য কমাতে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দিতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আমুল পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা মানুষকে চাকরির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। —ড. মহম্মদ ইউনুস

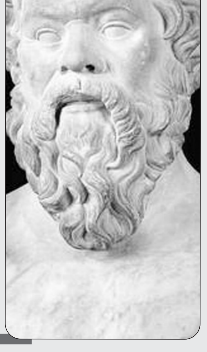

যতদিন লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ থাকে, ততদিন মানুষ জ্ঞানী থাকে, আর যখনই তার ধারণা জন্মে যে সে জ্ঞানী হয়ে গেছে, তখনই মূর্খতা তাকে ঘিরে ধরে। —সক্রেটিস

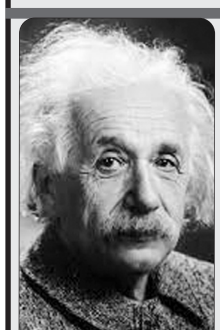

যেকোনও বুদ্ধিমান বোকা জিনিসকে বড় করতে পারে, আরও জটিল এবং আরও তীব্র। এটি একটি প্রতিভাকে স্পর্শ করে, এবং সাহস অনেকটা বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়। —অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

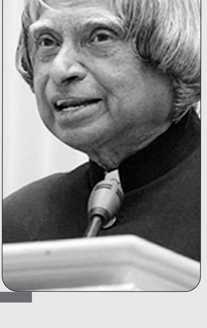

যে অন্যদের জানে সে শিক্ষিত, কিন্তু জ্ঞানী হ'ল সেই ব্যক্তি যে নিজেকে জানে জ্ঞান ছাড়া শিক্ষা কোনও কাজেই আসে না। —এপিজে আবদুল কালাম

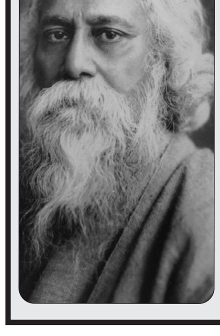

শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর কিছুই নাই; তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগামীদিনে একক বিশ্বশক্তি হিসাবে চিনের উঠে আসার সম্ভাবনা কতটুকু

চিন অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৫ সাল নাগাদ চিন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৩০ ভাগ করবে। চিন তার 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' SBRIV-এর মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার ৭০টির বেশি রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। কিন্তু, চিনের বড় একটি দুর্বল দিক হচ্ছে দেশটির উৎপাদিত পণ্যের বড় অংশ কিনে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চিনের নির্ভরশীল সম্পর্ক বিদ্যমান। চিন বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মতো প্রকল্প দ্বারা আঞ্চলিক বাণিজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে। কিন্তু তারা একপাক্ষিকভাবে রফতানিমুখী দেশ হওয়ায় তার অর্থনীতির অগ্রগতি নানারকম ট্যারিফ, কারেন্সি ম্যানিপুলেশনের শিকার হতে হয়।

সাহিদ আহমেদ

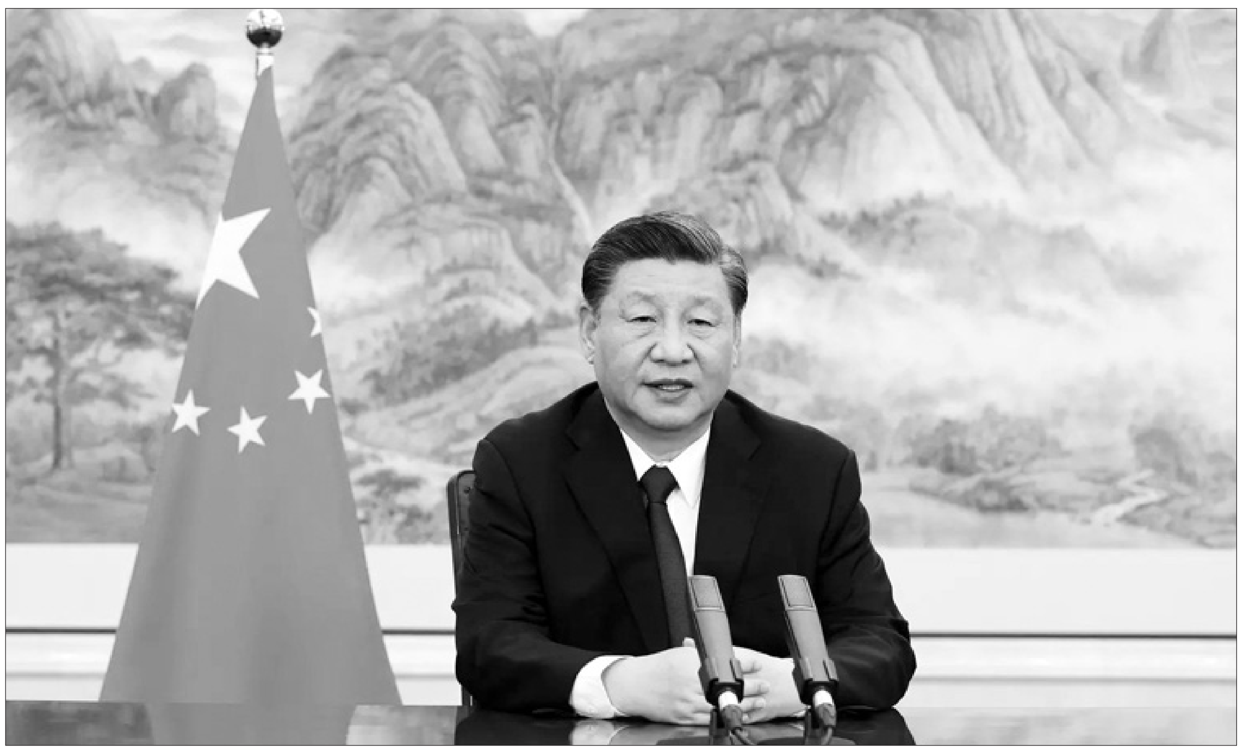

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী দুই দশক ধরে একমেরু বিশ্বে হেজিমন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একবিংশ শতকের শুরুর দিকে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এখন ভৌগোলিক, সামরিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণে এককভাবে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান বিশ্ব একমেরু বা দ্বিমেরু নয়, বরং বহুমেরু বিশ্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে একক নয়, বরং বহু সুপার পাওয়ারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এর মধ্যে চিন অন্যতম এক সুপার পাওয়ার। চিন বর্তমানে সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সবদিক থেকে খুব দ্রুত শক্তিশালী হচ্ছে। আফ্রিকার দেশ জিবুতিতে চিনের সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ, চিনের অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধি— এসব চিনের সম্ভবনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। চিন ইতিমধ্যেই আঞ্চলিকভাবে অনেক শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছে। বর্তমানে বড় একটি আলোচিত বিষয় হচ্ছে, চিন কি ভবিষ্যৎ বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একক নেতৃত্ব বা হেজিমন হতে পারে?

● হেজিমন কী?

হেজিমন হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র যে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ম বাস্তবায়ন ও সেই ব্যবস্থায় এককভাবে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা রাখে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি হচ্ছে শক্তির রাজনীতি, যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্র তাদের নিজস্ব স্বার্থের কথা চিন্তা করে, এবং রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের ক্ষমতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কিছু রাষ্ট্র আছে, যে রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব-প্রতিপত্তি তুলমনামূলক বেশি। ইতালিয়ান দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসির মতে, হেজিমনি হল কোনও একটি গোষ্ঠীর মিত্র ও সাব-অল্টার্ন গোষ্ঠীর উপর 'সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং আদর্শিক' নেতৃত্ব।

জোসেফ নাই (Joseph Nye) বলেন, "হেজিমনি শব্দটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে একটি রাষ্ট্রের অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট বেশি ক্ষমতা আছে বলে মনে হয়। প্রায়ই হেজিমনি বিভিন্ন আচরণ এবং নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।"

যখন দুইয়ের অধিক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাবশালী হয়, তখন তাকে মাল্টিপোলার বা বহুমেরু বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়। কিন্ডলবার্গার তাঁর 'The World in Depression, ১৯২৯-১৯৩৯' বইয়ে বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী বিশ্বে একক কোনও নেতৃত্ব ছিল না, বরং বহু নেতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল। তিনি হেজিমনের অনুপস্থিতিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে দায়ী করেন। আবার, স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্বে গণতান্ত্রিক বিশ্বের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব ছিল সম-পর্যায়ের, যেটাকে বাইপোলার বা দ্বিমেরু ব্যবস্থা বলা হয়। এ ধরনের ব্যবস্থায় শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কোনও হেজিমন থাকে না। সে জন্য তখনও বিশ্বে একক কোনও রাষ্ট্র হেজিমন ছিল না। আবার, স্নায়ুযুদ্ধের পরবর্তী দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পুরো বিশ্বের একক ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র, অর্থাৎ হেজিমন। যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনও রাষ্ট্র এককভাবে নেতৃত্ব দেয়, তখনই সেই রাষ্ট্রকে হেজিমন বলা হয়। একটি রাষ্ট্রকে আমরা তখনই হেজিমন বলব, যখন তার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যেগুলো দ্বারা রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ, হেজিমন রাষ্ট্র হতে গেলে একটি রাষ্ট্রের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়।

● হেজিমন রাষ্ট্র হওয়ার শর্তসমূহ

একটি রাষ্ট্রকে তখনই হেজিমন বলা যায়, যখন রাষ্ট্রটির কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে, যার জন্য রাষ্ট্রটি এতটা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

১) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নিয়মগুলো প্রয়োগ করার ক্ষমতা ও সক্ষমতা

আন্তর্জাতিক রাজনীতি তথা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নিয়ম প্রয়োগ করার মতো ক্ষমতা ও সক্ষমতা হেজিমনের থাকতে হবে। হেজিমনের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি এবং সুপিরিয়র ন্যাশনাল পাওয়ার থাকতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও নতুন আন্তর্জাতিক নিয়ম তৈরি করতে পারে। হেজিমনকে শুধু আত্মরক্ষার কথা ভেবে সামরিক শক্তি বাড়ানো যাবে না। তার অনুগত রাষ্ট্রের দুর্দিনে যাতে সামরিক সহায়তা পাঠাতে পারে সেটাও ভাবতে হয়। শুধু বিশাল সেনাবাহিনী নয়, হেজিমনকে শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ও ভৌগোলিক কারণে যাতে নৌপথে আক্রমণ না আসে সেজন্য শক্তিশালী নৌশক্তিও থাকতে হয়। যেমন ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাটো প্রতিষ্ঠা, তার বিপরীতে ১৯৫৫ সালে ওয়ারশ প্যাক্ট গঠন। তাছাড়া আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এগুলো ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে অনেকাংশে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

২) বৃহৎ ও ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি

একটি রাষ্ট্রকে শুধু সামরিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী বা সামর্থ্যবান হলে হবে না। তাকে অবশ্যই একটি বৃহৎ ও ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির অধিকারী হতে হবে। কারণ অর্থনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির বড় একটি হাতিয়ার। কার্ল মার্ক্স অর্থনীতিকে সমাজের মৌল কাঠামো বলেছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের অন্যতম কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুর্বলতা। হেজিমন রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সময় অন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা দিতে হয়। তাছাড়া, নিজের দেশের জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। কারণ, জনগণের সমর্থন ছাড়া রাষ্ট্রের ক্ষমতাও স্থায়ী হবে না।

৩) অন্তত একটি নেতৃস্থানীয় অর্থনৈতিক বা প্রযুক্তিগত খাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য

বর্তমানে কোনও রাষ্ট্রই এককভাবে স্বাবলম্বী নয়, বরং অন্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। হেজিমন রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এমন কোনও খাত থাকতে হবে যে খাতে সেই রাষ্ট্র একক আধিপত্য বিস্তারকারী। তাছাড়া, যখন হেজিমনের অর্থনীতির উপর চাপ আসবে, তখন সে যেন সেই খাতের উপর নির্ভর করে তার অর্থনীতিকে স্বচ্ছল রাখতে পারে।

৪) নেতৃত্বের ইচ্ছের সাথে সামর্থ্য

একটি রাষ্ট্রকে হেজিমন হতে হলে অবশ্যই সেই রাষ্ট্রের বিশ্বে নেতৃত্বদানের ইচ্ছা থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে কোনও দুর্বল রাষ্ট্র ইচ্ছে করলেই হেজিমন হতে পারবে এমন না। রাষ্ট্রের অবশ্যই ইচ্ছার সাথে সামর্থ্যও থাকতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে গ্রেট ব্রিটেনের ইচ্ছা ছিল নেতৃত্ব দেওয়ার, কিন্তু তার সামর্থ্য ছিল না। রাষ্ট্রের অবশ্যই সেই সামর্থ থাকতে হবে যেন রাষ্ট্রটি তার নেতৃত্বের দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে পারে। যেখানে শক্তি সাম্যের বিপরীত অবস্থা বিরাজ করবে। ব্রিটেন এজন্য ব্যর্থ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী পৃথিবীর হেজিমন হতে।

● চিনের সম্ভাবনা কতটুকু

বর্তমান বিশ্বে চিন চতুর্থ বৃহত্তর রাষ্ট্র ও একটি বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। চিনকে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চিনের বর্তমান জিডিপির পরিমাণ ২০.৭৪ ট্রিলিয়ন ডলার, যা বর্তমানে দ্বিতীয় বৃহৎ জিডিপি। আমেরিকার জিডিপি পৃথিবীর বৃহৎ জিডিপি হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে চিন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অর্থনীতি। চিনের রয়েছে প্রচুর জনবল, যাদের চিন্তাশক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা অনেক বেশি। কংগ্রেসিয়ান বাজেট অফিস অনুযায়ী, আমেরিকার জাতীয় ঋণ জিডিপির ৭১৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে ২০৮০ সালের মধ্যে। চিন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের দিক থেকেও আমেরিকার থেকে শক্তিশালী। ইদানীং চিন তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে। সামরিক বাজেট বৃদ্ধি করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চিন কি ভবিষ্যতে গ্লোবাল হেজিমন হতে পারে?

হেজিমন হতে হলে একটি রাষ্ট্রের কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে সেই ব্যাপারে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। চিন বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। চিন তার সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন করছে। তাদের বর্তমান সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৩ বিলিয়ন ডলার হয়েছে,
যেখানে আমেরিকা ব্যয় করছে ৭৮২ বিলিয়ন ডলার, রাশিয়া ৬৫.৯ বিলিয়ন ডলার এবং ভারত ৭৬.৬ বিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রে চিন অন্য রাষ্ট্রগুলোর থেকে এগিয়ে থাকলেও আমেরিকার সমপর্যায়েও যেতে পারেনি।

বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতা অর্জন করতে হলে একটি রাষ্ট্রকে অবশ্যই দেশের জনগণ এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থন আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো এগিয়ে আছে। চিনের রাজনৈতিক পদ্ধতি এতটা স্থির নয়। তাছাড়া, জাতীয় শক্তির আধিপত্যে এখনও চিন অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে পিছিয়ে আছে। ওয়াশিংটন ডিসির আমেরিকান ইউনিভার্সিটির রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড ভাইনের মতে, ২০২১ সালের জুলাই পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ৮০টি দেশে প্রায় ৭৫০টি সামরিক ঘাঁটি ছিল, যেখানে চিনের সামরিক ঘাঁটি আছে মাত্র কয়েকটি দেশে। চিনের রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ২১ লাখ সৈন্যের সেনাবাহিনী, কিন্তু তারা আমেরিকা, রাশিয়ার মতো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে নেই। চিন ১৯৭০ সালের পর থেকে বিশ্বে তার প্রভাব দেখানো শুরু করেছে। বর্তমানে আমরা যে সুপার পাওয়ার চিনকে দেখতে পাই, তার শুরু তখন থেকেই। বলা হয়, বৃহৎ অর্থনীতি ও বৃহৎ সামরিক বাহিনী থাকলে যে কোনও রাষ্ট্র হেজিমন হতে পারে। চিনের কাছে দুই বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান থাকলেও পৃথিবীর অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় তা পর্যাপ্ত নয়।

চিন অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৫ সাল নাগাদ চিন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৩০ ভাগ করবে। চিন তার 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' SBRIV-এর মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার ৭০টির বেশি রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। এর উদ্দেশ্য বেজিংয়ের সাথে কৌশলগতভাবে দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক একত্রীকরণের নামে তিনটি মহাদেশে নতুন অবকাঠামো প্রকল্প তৈরি করা। কিন্তু, চিনের বড় একটি দুর্বল দিক হচ্ছে দেশটির উৎপাদিত পণ্যের বড় অংশ কিনে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চিনের নির্ভরশীল সম্পর্ক বিদ্যমান। চিন বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মতো প্রকল্প দ্বারা আঞ্চলিক বাণিজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে। কিন্তু তারা একপাক্ষিকভাবে রফতানিমুখী দেশ হওয়ায় তার অর্থনীতির অগ্রগতি নানারকম ট্যারিফ, কারেন্সি ম্যানিপুলেশনের শিকার হতে হয়। বর্তমানে চীনের যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার রয়েছে (৯.৫ শতাংশ), পরবর্তী ৩০ বছরে তা তিনগুণ হবে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংগঠনগুলোতে আমেরিকার মতো চিনের তেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। সেজন্য আঞ্চলিক কিছু বাণিজ্যিক জোট গঠন করেছে চীন। যেমন, রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি)। তাছাড়া, চিনের রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জনসম্পদ।

চিন তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ উইঘুর ও অন্য সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন, অন্যায্য বাণিজ্য পদ্ধতি-সহ নানা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সংঘাতে রয়েছে। তাছাড়া, চিনা ঋণের ফাঁদ দেশটিকে বেশ বিব্রত অবস্থায় ফেলেছে।

চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং বলেছেন, চিন যতই শক্তিশালী হয়ে উঠুক না কেন, কখনওই আধিপত্য কামনা করবে না। তিনি এরকম কথা বললেও চিনের আচরণ দেখে বোঝাই যায় যে তারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব ধরে রাখতে চায়। এটা অনস্বীকার্য যে, চিন বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি প্রভাবশালী শক্তি এবং আঞ্চলিক হেজিমন রাষ্ট্র। কিন্তু চিন অর্থনীতি ও সামরিক কোনওদিক থেকেই আমেরিকার সমপর্যায়ের নয়। যেহেতু আমেরিকার চেয়ে পিছিয়ে, সেক্ষেত্রে চিনের গ্লোবাল হেজিমন হওয়াটা বেশ কঠিন। চিনেকে আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে আন্তর্জাতিক হেজিমন হতে হলে। যদিও অভ্যন্তরীণ অনেক সমস্যা চিনের জন্য বাধা হয়ে আছে, তবুও তাদের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। আগামী কয়েক দশকে সম্ভব না হলেও অদূর ভবিষ্যতে চিনের বেশ সম্ভাবনা রয়েছে।

জানা-অজানা

সমুদ্রের নীচে ৪০০০ ফুট উচ্চতার প্রবাল প্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার মেরুপ্রদেশে

অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে ছিল চার হাজার ফুট উচ্চতার প্রবাল প্রাচীর। সম্প্রতি সেই প্রবাল প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো প্রবাল প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের পর বিজ্ঞানীরা যে দাবি করেছেন, তা রীতিমতো চমকপ্রদ। চার হাজার ফুট উচ্চতার প্রবাল প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ইতিহাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ অংশ ৭৬ হাজার বর্গ মাইল জুড়ে রয়েছে এক সুবিশাল মরুভূমি। সেই মরুপ্রদেশেই আজ থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ বছর আগে সমুদ্রের নীচে এই প্রবাল প্রাচীরের অস্তিত্ব ছিল। অস্ট্রেলিয়ার পার্থে কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ আর্থ অ্যান্ড প্ল্যানেটরি সায়েন্সের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন এই তথ্য। কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ আর্থ অ্যান্ড প্ল্যানেটরি সায়েন্সের বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় জানতে পেরেছেন, সমুদ্রের নীচে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় বছরের পর বছর ধরে ওই প্রবাল প্রাচীর ছিল। এখনও তাঁর ধ্বংসাবেশষ রয়ে গিয়েছে। কিন্তু কী করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন বিজ্ঞানীরা। কৃত্রিম উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে এই তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন তাঁরা।

প্রবাল প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের ওই চিত্র দেখে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন, দ্বীপরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশের ভূ-প্রকৃতিতে আবহাওয়াজনিত বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। ফলে অনেক প্রাচীন নিদর্শন সেখানে অক্ষত রয়েছে। আর এই যে নয়া আবিষ্কার, তা ইতিহাসের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কার থেকে আরও বৃহৎ কিছু পাবে বলেও আশাবাদী। অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূ-খণ্ডের ১৮ শতাংশ এখনও মরুভূমি। কিন্তু এই মরুপ্রদেশ বা দ্বীপরাষ্ট্রের ভূখণ্ড এক সময় ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল বলে জানাতে পারা গিয়েছে। চার চারদিকে ছিল জল আর জল। সমুদ্রে ঘেরা দ্বীপপুঞ্জই তো অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া সংলগ্ন এই সমুদ্রের নীচেই ছিল বিশালাকার উচ্চতার প্রবাল প্রাচীর।

কী এই প্রবাল প্রাচীর? আসলে প্রবাল হল এক প্রকার অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণী। এই সকল প্রাণী একসঙ্গে জড়ো হয়ে একটা বিরাট প্রাচীর তৈরি করতে সক্ষম হয়। তা এমনভাবেই তৈরি তা উপকূলকে রক্ষা করে। সামুদ্রিক ঝড় হোক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কিংবা ভূমিক্ষয়। সব দিকে থেকে উপকূলবর্তী এলাকার রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠে এই প্রবাল প্রাচীর। অস্ট্রেলিয়া জনসংখ্যার একটা বড় অংশ এই প্রবালের উপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু এককালে অস্ট্রেলিয়া সংলগ্ন সমুদ্রগর্ভে যে বিরাটাকার প্রবাল প্রাচীর ছিল, তা এতদিন ছিল অজানা। সেই অজানাকে সম্প্রতি সামনে এনেছেন অস্ট্রেলিয়ার পার্থে কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ আর্থ অ্যান্ড প্ল্যানেটরি সায়েন্সের বিজ্ঞানীরা।

প্রবাল হল এক প্রকার অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণী। এই সকল প্রাণী একসঙ্গে জড়ো হয়ে একটা বিরাট প্রাচীর তৈরি করতে সক্ষম হয়। তা এমনভাবেই তৈরি তা উপকূলকে রক্ষা করে। সামুদ্রিক ঝড় হোক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কিংবা ভূমিক্ষয়। সব দিকে থেকে উপকূলবর্তী এলাকার রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠে এই প্রবাল প্রাচীর।

‘বিদেশি’ চিতাদের খাওয়ানো হচ্ছে বিলুপ্তপ্রায় ‘দেশি’ চিতল হরিণ!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে ভারতে পৌঁছয় আফ্রিকার নামিবিয়া থেকে আসা ৮টি চিতা বাঘ! জন্মদিনে অরণ্যে বন্যপ্রাণকে উন্মুক্ত করেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে তাদের খাঁচামুক্ত করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। আপাতত উদ্যানের স্পেশাল এনক্লোজারই নবাগত চতুষ্পদদের ঠিকানা।

নামিবিয়া থেকে আনা চিতাগুলির খাদ্য হিসাবে মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে সরবরাহ করা হচ্ছে চিতল হরিণ, এমনটাই দাবি বিষ্ণোই

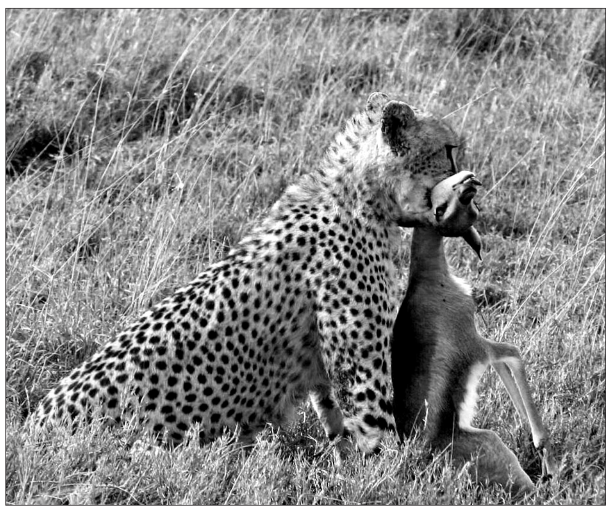

সম্প্রদায়ের। চিতল হরিণ বিলুপ্তপ্রায়। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছে বন্যপ্রাণী হত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান করা এই সম্প্রদায়। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বিষয়টি বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে সর্বভারতীয় বিষ্ণোই মহাসভার প্রধান জানিয়েছেন, চিতাদের জন্য হরিণ পাঠানোর খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। চিতা দেশ থেকে অনেক আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সরকার তাদের বাইরে থেকে আনিয়েছে। অথচ, যে বন্যপ্রাণীরা দেশে বিলুপ্তির মুখে, তাদের সংরক্ষণের কোনও চেষ্টাই করা হচ্ছে না।

শনিবার সকালে ভারতীয় সেনার তত্ত্বাবধানে বিশেষ বিমানে নামিবিয়া থেকে মোট আটটি চিতা এসে পৌঁছয় গোয়ালিয়র বিমানবন্দরে। তারপর সেখান থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই-১৭ হেলিকপ্টারে তাদের পাঠানো হয় কুনো জাতীয় উদ্যানে।

প্রসঙ্গত ভারতে একসময় বাস ছিল এশিয়াটিক চিতা-র। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। ভারতে শেষ জীবিত চিতা মারা যায় আজকের ছত্তিশগড়ের কোরীয়া জেলায়। ১৯৫২ সালে পুরো প্রজাতি নিশ্চিহ্ন বা বিলুপ্ত হয়ে যায় এ দেশে। ৭০ বছর পর আবার ক্ষিপ্র ও দ্রুততম চতুষ্পদদের পা পড়ল ভারতে। এই প্রকল্পে ভারতে চিতা পাঠানোর জন্য নামিবিয়া সরকারকে ধন্যবাদ জানান নরেন্দ্র মোদী। তবে বিশেষজ্ঞদের সাবধানবাণী, নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে সমস্যা হতে পারে নামিবিয়া থেকে আগত চিতাদের। তাছাড়া কুনো জাতীয় উদ্যানে ইতিমধ্যেই প্রচুর লেপার্ড বা চিতাবাঘ রয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় চিতা সারা পৃথিবীতে বর্তমানে আছে ৭ হাজারটি।

মূলত আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমিতেই তাদের বাস। অন্যদিকে ভারতে ব্যাঘ্র প্রকল্প আছে মোট ৫২ টি। ১৮ রাজ্যে প্রায় ৭৫ হাজার বর্গকিমি এলাকাজুড়ে এই অভয়ারণ্যগুলিতে বাস বিশ্বের বন্য বাঘের প্রায় ৭৫ শতাংশের।

হিজাব পরা বালিকার সঙ্গে রাহুল গান্ধী

বিজেপি বলছে সংখ্যালঘু তোষণ, জবাব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত জোড়ো যাত্রায় রাহুল গান্ধীর সঙ্গে হিজাব পরিহিতা বালিকার ছবি নিয়ে এখন তুমুল বিতর্ক বেঁধেছে। বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের তোলা অভিযোগের কড়া জবাব দিয়েছে কংগ্রেস। শশী থারুর থেকে শুরু করে সুপ্রিয়া শ্রীনাথ, পবন খের-রা গর্জে উঠেছেন বিজেপির বিরুদ্ধে। সংখ্যালঘু তোষণের যে অভিযোগ উঠেছে তা খারিজ করে দিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

মঙ্গলবার বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র ভারত জোড়ো যাত্রার সময় হিজাব পরিহিতা বালিকার সঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ছবি পোস্ট করে অভিযোগ করেছিলেন আসলে কংগ্রেস সংখ্যালঘু তোষণ চালাচ্ছে। ওই ছবিই তার প্রমাণ। ছবিটি ১৯ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস পোস্ট করেছিল। তারপর সম্বিত পাত্র তা শেয়ার করে অভিযোগ করেন, ধর্মের ভিত্তিতে ভোট করার চেষ্টা কংগ্রেসের। এরপর কংগ্রেস নেতারা একে একে তাঁর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। বিজেপির যে জনগণের প্রতি আস্থা নেই তারই প্রকাশ পাচ্ছে তাঁদের দলের মুখপাত্রের কথায়। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলা তিরবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুর বলেন, রাহুল গান্ধী একটি হিজাব পরিহিতা শিশুকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে শালীনতার পরিচয় দিয়েছেন। বিজেপি তা ধর্মের চোখে দেখছে। আসলে জনগণের প্রতি কোনও বিশ্বাস নেই বিজেপির।

শশী থারুর বলেন, নিজের বিশ্বাসের বাইরে

দেখতে ও শিখতে শুরু করুন। কংগ্রেস কখনও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে দেখতে শেখায় না। বিজেপির মুখপাত্রের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, হিজাব পরে যে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে হেঁটেছে সে খুবই ছোট, একজন শিশু। সে ভোটব্যাঙ্কের কোনও অংশ হতে পারে না। অন্তত ছোটদের আপনাদের হীন রাজনীতির শিকার করবেন না। কংগ্রেসের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাথ তিরস্কারের সুরে সম্বিত পাত্রের উদ্দেশে বলেন, আমি আমার সারা জীবনে আপনার মতো এত হীন মানসিকতার লোক দেখিনি। আপনি একটি শিশুকে অন্তত রেহাই দিন। ভারত জোড়ো যাত্রায় বিপুল জনতার ভিড় দেখে আপনাদের মাথা ঘুরে গিয়েছে বুঝতে পারছি। তাই ঘৃণার রাজনীতিতে আপনি নিমজ্জিত হয়েছেন। জয়রাম রমেশ আবার তা রি-টুইট করেছেন।

কংগ্রেসে নেতা পবন খেরা জানিয়েছেন, পোশাকের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করে যাঁরা তাঁরা কখনও দেশভক্ত হতে পারেন না, তাঁরা আসলে মোদী-ভক্ত। আমরা এতদিনে ভারতের বিভাজকদের খুঁজে পেয়েছিল। স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্র যাদব রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন যাত্রার একটি কোলাজ পোস্ট করেছেন। লিখেছেন দুর্বল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকেরা আরও ভালো করে দেখতে চশমা করুন। উল্লেখ্য কন্যাকুমারী থেকে রাহুল গান্ধী তাঁর ১৫০ দিনের ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেছেন।

বিজেপিতে যোগ দিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, দলকেও মেশালেন গেরুয়া শিবিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং শেষপর্যন্ত যোগ দিলেন বিজেপিতে। এমনকী তাঁর হাতে গড়া দলকেও মিশিয়ে দিলেন গেরুয়া শিবিরে। কংগ্রেস ছাড়ার পর অমরিন্দর সিং গড়েছিলেন নতুন দল। তারপর বিজেপির সঙ্গে জোট করে নির্বাচনেও লড়ছিলেন তিনি। শেষ পৃথক দল করার ঝক্কি ছেড়ে সরাসরি তিনি যোগ দিলেন বিজেপিতে। সব জল্পনার হল অবসান।

অমরিন্দর সিং কংগ্রেস ছাড়ার পর তৈরি করেছিলেন পাঞ্জাব লোক কংগ্রেস। তারপর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে জোট করে লড়েছিলেন। কিন্তু সেই জোট আকাঙ্খিত সাফল্য পায়নি। বিজেপি বা পাঞ্জাব লোক দল পাঞ্জাবে তেমন দাগ কাটতে পারেনি। এ রাজ্যে কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখল করে আম আদমি পার্টি। বিধানসভা নির্বাচনের এক বছর কাটতে না কাটতেই অমরিন্দর সিং নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন। তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে মনস্থ করেন। এমনকী তাঁর পাঞ্জাব লোক দলকেও বিজেপিতে মিশিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। সেইমতো এদিন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং বিজেপিতে যোগ দিলেন তাঁর হাত গড়া পুরো দল নিয়ে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে আচমকাই বরখাস্ত করেছিল কংগ্রেস। দলের অন্দরের কোন্দল মেটাতে অমরিন্দর সিংকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসানো হয়েছিল চরণজিৎ সিং চান্নিকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গোষ্ঠীকোন্দলে জেরবার হয়ে কংগ্রেসকে সরতে হয়েছিল ক্ষমতার অলিন্দ থেকে। পাশাপাশি কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল গড়ে অমরিন্দর সিংও তেমন কিছু করতে পারেননি। এই পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নিলেন নিজের দল ভেঙে দিয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার। কংগ্রেস ছাড়ার এক বছর পর সোমবার সকালে তিনি দেখা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমরিন্দর সিংয়ের সঙ্গে। তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ভবিতব্য। সেইমতো অমরিন্দর সিং তার পাঞ্জাব লোক কংগ্রেসকে বিজেপিতে মিশিয়ে দিলেন। নিজেও যোগ দিলেন বিজেপি নেতা।

পাঁচ দশক তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি নতুন দল গড়েন। তারপর এখন তিন বিজেপিতে। রাজনৈতিক জীবনের সায়াহ্নে এসে তিনি গেরুয়া ঝান্ডা ধরলেন। শুধু তিনি একা নন, সঙ্গে সাত প্রাক্তন বিধায়ক ও এক প্রাক্তন সাংসদ তাঁর সঙ্গে এদিন বিজেপিতে যোগ দেন। এখন দেখার বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি পাঞ্জাবের রাজনীতিতে মাস্টারমাইন্ড হয়ে উঠতে পারেন কি না। উল্লেখ্য, অমরিন্দর সিং নিজে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সমর্থনে হেরেছেন তাঁর নিজের কেন্দ্রে। সম্প্রতি তিনি মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচারের পর লন্ডন থেকে বের হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমরিন্দর সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তারপর এদিন জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করার পর বিজেপিতে যোগ দিলেন।

ভরতকুণ্ডের মন্দিরে রাম-জ্ঞানেই পুজো যোগীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরপ্রদেশে এবার শুরু হয়ে গেল যোগী আদিত্যনাথের পুজো। অযোধ্যায় প্রয়াগরাজ-অযোধ্যা হাইওয়ের উপরে ভরতকুণ্ডে যোগী আদিত্যনাথের নামে তৈরি হয়েছে একটি মন্দির। সেখানেই রামরূপে তাঁকে পুজো করছেন মানুজন। রোজ সন্ধেয় আদিত্যনাথের পুজো চলছে। প্রসাদও বিলি হচ্ছে। ওই মন্দিরে রয়েছে গেরুয়া বসন যোগী আদিত্যানাথের বিগ্রহ। ঠিক রামের মতো তাঁর হাতেও রয়েছে ধনুক। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রায় দেবতা জ্ঞান করা নতুন কিছুই নয়। তবে এবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর নামে আস্ত ওই মন্দিরই তৈরি করে ফেলেছেন প্রভাকর মৌর্য নামে এক যোগীভক্ত। তিনি অযোধ্যার ভরতকুণ্ডে তৈরি খাড়া করেছেন ওই যোগী মন্দির। খরচ হয়েছে প্রায় ৯ লাখ টাকা। কথিত আছে বনবাসে যাওয়ার সময় রামকে ওই জায়গাতেই বিদায় দিয়েছিলেন ভরত। মন্দিরে ঢুকলেই দেখা যাচ্ছে দেওয়াল ঘেঁসে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আদিত্যনাথের মূর্তি। হাতে তার ধনুক। এক ঝলকে দেখলে তাঁকে অনেকটা রামায়ণ ধারাবাহিকের রামের মতোই দেখতে। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে প্রভাকর মৌর্য জানিয়েছেন, রামমন্দির তৈরি করার অন্যতম কারিগর যিনি তাঁকেই পুজো করছি।

বিজেপির যেসব নেতাদের নামে মন্দির তৈরি করে পুজো করা শুরু হয়েছে তাদের তালিকায় শুধু আদিত্যনাথই নেই, রয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রীও। মহারাষ্ট্রের পুনেতে এক ব্যক্তি তৈরি করে ফেলেছেন মোদী মন্দির। পুনের উন্দা এলাকায় ছোটখাটো ওই মোদী মন্দিরটি তৈরি করেছেন ৩৭ বছর বয়সী বিজেপি কর্মী ময়ূর মুন্দ্রে। মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছে মোদীর একটি আবক্ষ মূর্তি। লাল পাথরের তৈরি ওই মন্দিরটি গত বছর স্বাধীনতা দিবসের দিন উদ্বোধন করেছেন মুন্দ্রে।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

সন্তানের মতো করে জঙ্গল আগলে রাখছেন সিরষির প্রমিলা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘন সবুজ প্রাচীর নিজেদের আঁচল পেতে রক্ষা করে চলেছেন গ্রামের মহিলা বাহিনী। ‘গাছ আমাদের প্রাণ’, তাই নিজেদের জীবন, জীবিকা চালানোর বনানীকে বাঁচাতে মাঠে নেমে পড়েছেন সুমিত্রা, কল্পনা, বাসন্তীরা। সবুজ রক্ষায় মরণ পণ তাঁদের। জঙ্গলঘেরা শালবনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিরষি গ্রামের শতাধিক মহিলা তৈরি করে চলেছেন অনন্য নজির।

ঝাড়গ্রাম জেলার শালবনির এক সময়ের মাওবাদী অধ্যুষিত জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম সিরষি। সিরষি গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকের কংসাবতী ক্যানেলের পাশে দিগন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ ঘন সবুজের প্রাচীর। এই জঙ্গলকে ঘিরেই দিন চালায় গ্রামের শতাধিক পরিবার। শাল, সেগুন, মহুল, কেন্দু, আকাশমণির প্রায় ১০০ হেক্টরের বেশি ঘন জঙ্গল রক্ষা করে চলেছেন গ্রামের মহিলারা। নিজেদের নিয়ে তৈরি করেছেন ‘জঙ্গল রক্ষা কমিটি’। জঙ্গলে ঘেরা গ্রামে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অনেকটাই রসদ পান গ্রামবাসীরা। গাছের ঝরা শুকনো পাতা থেকে জ্বালানি, ধুনো তৈরি, গাছের ডালপালা থেকে বাড়ির অনেক কাজের সহায়তা জোটে জঙ্গল থেকেই। সেই উপলব্ধি থেকেই জঙ্গল রক্ষায় ব্রতী হয়েছেন গ্রামের মহিলারা। বাড়ির নিত্যদিনের কাজের পাশাপাশি জঙ্গল রক্ষার কাজ তাঁদের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের এক মহিলা বাসিন্দা বলেন, “সবাই মিলে বনরক্ষা করতে বেশ আনন্দ লাগে। কেন্দুপাতা, শালপাতা তোলা, শালগাছ থেকে ধুনো-জ্বালানি সংগ্রহ ইত্যাদি নানাভাবে গাছ থেকে তো উপকার পাই। এই উপলব্ধি থেকেই জঙ্গলরক্ষা করি। শতাধিক মহিলা নিজেদেরকে দশটি দলে ভাগ করে নিয়েছেন। পালা করে পাহারার কাজ চালিয়ে যান।ঝাড়গ্রাম বনবিভাগের প্রাক্তন এক কর্তা জানিয়েছেন, “জঙ্গলমহলজুড়ে মাওবাদী অস্থিরতার সময়ে সিরষি জঙ্গলের সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছিল। জঙ্গলরক্ষা তো দূরের কথা, বনকর্মীরা পর্যন্ত কাজে যেতে পারেননি। বর্তমানে মাওবাদী প্রভাব অনেকটা কম। মহিলারা এগিয়ে আসায় অনেকটাই অসাধ্যসাধন হয়েছে। এলাকায় আগে কোনও মহিলা জঙ্গলরক্ষা কমিটি ছিল না। নিজেরা কমিটি তৈরি করার পর মহিলারাই জঙ্গলরক্ষায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।” এমনিতেই পরিবেশ বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলছেন পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে। সেই বার্তা আত্মস্থ করে নিয়েছেন এই গ্রামের মহিলারা। এমনই এক পরিস্থিতিতে ঝাড়গ্রামে একদল মহিলা পরিবেশরক্ষার লড়াই চালাচ্ছেন। রক্ষা করছেন বিস্তীর্ণ জঙ্গল। সংসারের কাজের মাঝে সবুজরক্ষায় ওঁরা সচেষ্ট। জঙ্গলঘেরা শালবনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিরষি গ্রামের শতাধিক মহিলার এই প্রচেষ্টায় খুশি পরিবারের বাকি সদস্যরাও। আগামী প্রজন্মকে তাঁরা এই উদ্যোগের বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন প্রত্যেকেই।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা, উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ। উদ্বিগ্ন জেলা স্বাস্থ্য দফতর। জেলা স্বাস্থ্য দফতর থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত দু’সপ্তাহে গোটা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাজুড়ে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫ জন। এর মধ্যে সব থেকে বেশি রয়েছে দাসপুর ১ নং ব্লকে। এই ব্লকে দু’সপ্তাহে আক্রান্ত হয়েছে ১২ জন। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৌম্য শঙ্কর সারেঙ্গী জানিয়েছেন, এবছর অর্থাৎ ২০২২-এর গতকাল অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর পর জেলায় মোট ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন ১২১ জন। এর মধ্যে গত দু’সপ্তাহে ৩৫ জন। তবে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ডেঙ্গি প্রতিরোধে।

পঞ্চায়েত এলাকায় সাফাই কর্মীরা প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ঘুরে মশার লার্ভানাশক স্প্রে করছে নালা নর্দমা বা জমে থাকা জলে। পাশাপাশি আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করছেন, যাদের জ্বর হচ্ছে, তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে দ্রুততার সঙ্গে। একই সঙ্গে গ্রামবাসীদের সচেতনও করা হচ্ছে পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্য দফতরের তরফে। বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা জলের পাত্র উল্টে দেওয়া, যাতে কোথাও জল জমা না হয়, সেগুলি নজরদারি করা, এসবই করা হচ্ছে পঞ্চায়েত প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের তরফে। কিন্তু মানুষজনকে আরও সচেতন হওয়া উচিত বলেই মনে করেন ডাঃ সারেঙ্গী।

অন্যদিকে মেদিনীপুর পুর প্রসাশনও যথেষ্টই তৎপর হয়েছে ডেঙ্গি প্রতিরোধে। ইতিমধ্যেই পুরসভা এলাকার সাফাই কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একবেলার পরিবর্তে দুবেলা পুরসভা এলাকায় মশার লার্ভানাশক স্প্রে করার জন্য। একই সঙ্গে পুর এলাকাতেও পুরসভার তরফে সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সহযোগিতায় শহরাঞ্চলে ডেঙ্গি প্রতিরোধে যেমন তৎপর ভূমিকা পালন করছে জেলার পুরসভাগুলি, তেমনই গ্রামাঞ্চলেও ডেঙ্গি প্রতিরোধে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে পঞ্চায়েত প্রশাসনও।

শিলাবতীর বাঁধে ধস, বিচ্ছিন্ন ঘাটাল-দাসপুরের একাধিক গ্রামের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাঁচ বছর ধরে বেহাল থাকা শিলাবতী নদীবাঁধ দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে চলছিল শতাধিক মানুষের যাতায়াত। অবশেষে বাঁধ ধসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ঘাটাল ও দাসপুরের একাধিক গ্রামের। প্রশাসনের গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। ঘটনাটি দাসপুর-১ ব্লকের রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত রাজনগর পশ্চিম গ্রামের। হঠাৎ যাতায়াতের শেষ ভরসাটুকু ধসে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছে এলাকাবাসী। যে কোনও মুহূর্তে ধসে যেতে পারে বাঁধ লাগোয়া কয়েকটি বাড়ি। ইতিমধ্যেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দাসপুর ১ ব্লকের পাশাপাশি ঘাটাল ব্লকের একাধিক গ্রামের মানুষের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজনগর পশ্চিম গ্রামের কালসাবা ভাঙা পোলের কাছে শিলাবতী নদীবাঁধের বেশ কিছু অংশ দীর্ঘদিন ধরে ধসে গিয়েছিল। তার মাঝে একটি বাঁশের সাঁকো ও কিছু অংশ মাটির বাঁধ দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত চলছিল দাসপুর-১ ব্লকের পাশাপাশি ঘাটাল ব্লকের শিমুলিয়া, চৌকা-সহ একাধিক গ্রামের মানুষের। সেই ভাঙা বাঁধ শনিবার গভীর রাতে নতুন করে পুরো ধসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর জেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কমপক্ষে আট থেকে দশটি গ্রামের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্থানীয়দের অভিযোগ, আট থেকে দশ বছর ধরে একাধিক বার এই বাঁধ মেরামতের কথা রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত বা দাসপুর ১ ব্লক প্রশাসনকে জানালেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মাঝেমধ্যে প্রশাসনের লোক এসে ছবি তুলে নিয়ে যায়, কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি বলেও দাবি। বাঁধ ধসের ফলে রবিবারের সকাল থেকে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ, বহু মানুষকে ঘুরপথে দাসপুর ও ঘাটালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। এমনকী ঝুঁকি নিয়ে ভাঙা বাঁধের পাশ দিয়ে নদী পেরিয়ে চলছে যাতায়াত। ঘাটাল থানার রাধাবল্লভপুরের এক বাসিন্দা নিরঞ্জন বেরার দাবি, “এটা ২০২১ সালে ভেঙেছিল। তারপর থেকে রাস্তাটা খারাপ ছিল। বাঁধ কোনওভাবেই মেরামত হয়নি। মাঠে জমা বর্ষার জল নিকাশির সময় সেই তোড়ে ভেঙে যায় বাঁধটি। এবার মানুষ কীভাবে যাতায়াত করবে। আমার দাবি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাঁধটি মেরামত করে মানুষের চলাচলের জন্য সুব্যবস্থা করা হোক।”

রামদেবপুরের বাসিন্দা সত্যরঞ্জন দোলই বলেন, “ধস নামায় বাঁধ ভেঙে মানুষ যাতায়াত করতে পারছে না। বেশ কয়েকটি বাড়িও ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আট-দশ বছর ধরে এটা ভাঙা। কন্ট্রাক্টরটা আসেন দেখে চলে যান। যাতে দ্রুত এই রাস্তা মেরামত করে দেয় সেই দাবি জানাচ্ছি।”

এ বিষয়ে দাসপুর ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অনিল দোলই বলেন, “মাঠের জল ছাড়ার ফলে বাঁধ ধসে গিয়েছে। যাতায়াতের সমস্যায় পড়েছে বহু মানুষ। ইতিমধ্যেই সমস্ত বিষয় বিপর্যয় মোকাবিলা টিম থেকে শুরু করে দাসপুর ১ ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। সেচ দফতরের কাছে যাব যাতে দ্রুত ওই বাঁধ মেরামতের ব্যবস্থা যায়।”

৫ টাকার নোট দিয়ে কোটি টাকার মুনাফা!

নিজস্ব প্রতিনিধি: বীরভূমের ইলামবাজার দেশের বৃহত্তম গরুর হাট। সেখান থেকেই রমরমিয়ে চলত পাচার কারবার। বাংলাদেশে গরু পাচারের সব থেকে বড় করিডর হিসাবে ব্যবহার করা হত মুর্শিদাবাদকে। গরু পাচারে কাজে লাগত পাঁচ টাকার নোট। এখন বাজারে এই পাঁচ টাকার নোটের প্রায় দেখাই মেলে না। কিন্তু গরু পাচারকারীদের কাছে সেই মূল্য অসীম।

গরু পাচারের ক্ষেত্রে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের যোগ মারাত্মক। গরু-পাচার কাণ্ডে সিবিআই-এর ডেরায় বীরভূম তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। সিবিআই বলছে, তাদের হাতে আসা তথ্য থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, গরু পাচার চক্রের মূল ঘাঁটি বীরভূম। এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হত গরু পাচারের কাজ কারবার। কেষ্টর গড় ইলামবাজার গরু পাচারের কাজ কারবার। সেখান থেকে চলত পাচারচক্র।

কিন্তু প্রশ্ন পাচারের গরুকে চিনত কীভাবে?

গরুগুলোকে আলাদা করা হত বিশেষ এক ধরনের স্ট্যাম্পে। ইলামবাজার থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হত গরু। প্রতি শনিবার ইলামবাজারে বসে গরুর হাট। পাচারের জন্য গরু চিহ্নিত করা হত। সেই গরুগুলির গায়ে দেওয়া হত বিশেষ স্ট্যাম্প। পাচারকারীদের হাতে পৌঁছে যেত চিরকুট। এই দুটি সঙ্কেতের ওপর ভর করে গরু পাচার চলত। বিশেষ কায়দায় গরুগুলিকে নদী পারাপার করা হত। গরুর গলার দু’পাশ থেকে কলার ভেলা বেঁধে দেওয়া হত। তারপর

গরুগুলিকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হত। এই হাট থেকেই কোটি কোটি টাকার পাচার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পাচারকারীরা বিশেষ চিরকুট ব্যবহার করত। যেখানে কোন পথ থেকে পাচার করা হত, তা উল্লেখ থাকত। মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত এলাকায় যে গরু পাচার চক্র কাজ করত, তা নিয়ন্ত্রণ করা হত অনুব্রতর গড় বীরভূম থেকেই। মুর্শিদাবাদের সব থেকে বড় করিডর পাইকর এলাকা। বীরভূম, মুর্শিদাবাদের অন্যান্য হাট থেকে আসা গরু পাচার হত। সেগুলিকে সাগরদিঘি হাট থেকে পাচারের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হত। ভাগীরথী নদীর ওপর গড়ে উঠেছিল একাধিক অবৈধ ফেরিঘাট।

সাগরদিঘির ঘাট পার হলেও ওপরদিকে ভগবানগোলা। সরকারিভাবে যাতায়াতের কোনও রাস্তা ছিল না। গরু পাচারের জন্য অবৈধভাবে তৈরি হয়ে যায় ঘাট। গরু পাচারে কাজে লাগত পাঁচ টাকার নোট। এখন বাজারে এই নোটের দেখা প্রায় মেলে না বললেই চলে। নোটের গায়ে লেখা থাকত পাচার হতে চলা গরুর সংখ্যা। এখন অবশ্য সে সবই অতীত।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার
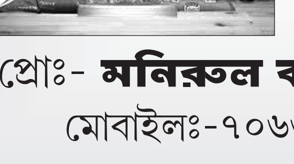
এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

বিচার ও শাস্তির ব্যাপারে ইসলাম যা সিদ্ধান্ত নেয়

ইসলামের তিন ধরনের বিচারকের অস্তিত্ব বিদ্যমান। খলিফা একজন বিশ্বস্ত, যোগ্য, ও ন্যায়পরায়ণ বিচারককে প্রধান বিচারপতি বা কাজি-উল-কুজাত নিয়োগ করবেন। প্রধান বিচারপতি বিধি মোতাবেক নিম্নলিখিত বিচারকদের নিয়োগ করবেন। পর্ব-১

ইসলামের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থাকে বর্বরোচিত এবং পশ্চাদপদ হিসাবে আখ্যায়িত করে ইসলামের শত্রুরা ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। এই অপবাদ নিরসনে এই প্রবন্ধে ইসলামের বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হল। সেই সঙ্গে উন্মোচন করা হল ইসলাম নিয়ে পশ্চিমাদের অপপ্রচার ও বিকৃতি।

ইসলামের বিচার ব্যবস্থা

যে কোনও বিষয়ে ইসলামের সিদ্ধান্ত বা রায়কে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করাকে ইসলামের বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলো পালন করবে।

১) জনগণের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি।

২) সামাজিক অধিকারের জন্য ক্ষতিকর সবকিছু প্রতিহত করা।

৩) জনগণ এবং সরকারের (যথা- খলিফা, ওয়ালী'র ইত্যাদির) মধ্যে উদ্ভুত বিরোধ নিষ্পত্তি করা।

ইসলামের জন্মলগ্ন থেকেই আদালত এবং বিচারব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে যা ইসলামমী আইনের মৌলিক উৎস যথা— কোরান, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা পরিবেষ্টিত (নিয়ন্ত্রিত)।

একজন প্রধান বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে বিচারের আঙিনার কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়, যিনি অন্যান্য সকল বিচারক নিয়োগ এবং স্তর/কার্য পরিধি নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামের তিন ধরনের বিচারকের অস্তিত্ব বিদ্যমান। খলিফা একজন বিশ্বস্ত, যোগ্য, ও ন্যায়পরায়ণ বিচারককে প্রধান বিচারপতি বা কাজি-উল-কুজাত নিয়োগ করবেন। প্রধান বিচারপতি বিধি মোতাবেক নিম্নলিখিত বিচারকদের নিয়োগ করবেন।

১) কাজি-উল-খুসুমাত— কাজি-উল-খুসুমাত পারিবারিক আইন, চুক্তি আইন, ক্রিমিনাল আইন ইত্যাদি ব্যাপারে বিচারকার্য পরিচালনা করেন।

২) কাজি-উল-মুহতাসিব— কাজি-উল-মুহতাসিব ব্যবসা পরিদর্শক, অসামাজিক কার্যকলাপ বিরোধী পরিদর্শক, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক তথা জনস্বার্থ দেখাশোনাকারী বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কাজি মুহতাসিবের রায় প্রদান করার জন্য কোনও বিচারালয় প্রয়োজন হয় না। তিনি যে কোনও সময়ে যে কোনও জায়গায় অপরাধ শনাক্ত করতে পারলে সাথে সাথে সেখানেই রায় প্রদান করে তা পুলিশের সাহায্যে বাস্তবায়ন করতে পারেন।

৩) কাজি-উল-মাজালিম— কাজি-উল-মাজালিম খলিফা থেকে শুরু করে শাসকগোষ্ঠীর যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও ধরনের অন্যায় আচরণের ব্যাপারে আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। তিনি বাদি ছাড়াই নিজে উদ্যোগী হয়ে রাষ্ট্রের যে কোনও দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন। খলিফার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন সময়ে এই আদালতের বিচারককে পদচ্যুত করা যাবে না।

সকল বিচারককে অবশ্যই মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন বা সুস্থ মস্তিস্ক বা প্রকৃতিস্থ, ন্যায়পরায়ণ বা সৎ এবং বিচারিক জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোন নীতি কীভাবে প্রয়োগ হবে তা জানতে হবে। সরকারের অন্যায় কাজের বিচারের জন্য নিযুক্ত বিচারকের অতিরিক্ত যোগ্যতা হল তাঁকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে এবং মুজতাহিদ (যিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন) হতে হবে।

যে কোনও শাসক, প্রশাসক, কর্মকর্তা এমনকি খলিফাকেও পদচ্যুত করবার কর্তৃত্ব রয়েছে কাজি মাজালিমের এবং তা রাসূল সা. ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। রাসূল সা. আবদুল্লাহ ইবনে নাওকেল রা.-কে মদিনার বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন এবং রশিদ ইবনে আবদুল্লাহকে বিচারব্যবস্থার প্রধান ও অভিযোগ সংক্রান্ত বিচারক হিসেবে নিয়োগ করেন। (ইবনু ইসহাক খণ্ড ৪ ও ইমাম শাফীর 'সহজ আইন বিজ্ঞান')। একজন বিচারক দিয়ে একটি আদালত গঠিত হয় এবং তিনিই রায় দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

অন্য আরও বিচারক থাকতে পারেন, তবে তাঁরা কেবলমাত্র পরামর্শ দ্বারা সহযোগিতা করতে পারেন। প্রকৃত অর্থে তাঁরা বিচারক নন। কারণ রায় নির্ধারিত হয় ইসলামের মৌলিক উৎস দ্বারা, পশ্চিমাদের মতো মানব মস্তিস্ক দ্বারা নয়। যেহেতু কেবলমাত্র শতভাগ প্রমাণিত হলেই ইসলামে শাস্তি কার্যকর করার বিধান বিদ্যমান রয়েছে তাই ইসলামে আপিল আদালত নেই। সাক্ষ্য প্রমাণে কোনও প্রকার সন্দেহ থাকলেই ওই মোকদ্দমা বাতিল হয়ে যায়। যখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে যায়, তখন ওই বিষয়ে প্রদত্ত রায় স্বয়ং আল্লাহর রায় হিসাবে গণ্য হয় এবং তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

ইসলামী রাষ্ট্রে শরিয়াহ অনুযায়ী বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা। যেহেতু খিলাফত রাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থা স্বাধীন, সেহেতু বিচার বিভাগ জনগণের উপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

খিলাফত রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত। বিচারকের অন্যায়ের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। এজন্য বিচারকগণ শরিয়াহর প্রত্যেকটি আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ থেকে কর্তব্য পালন করেন।

খিলাফত রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতার কোনও অবকাশ নেই। নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট আইন বিদ্যমান থাকায় দ্রুত বিচার কার্যক্রম এই শাসনব্যবস্থার একটি গতিশীল দিক।

বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ন্যূনতম সরকারি ফি নির্ধারণ এবং নিশ্চিতকরণ করা হয়ে থাকে। বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে খিলাফত রাষ্টের বিচারব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের হাতের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া খলিফার দায়িত্ব। তাই জনগণকে বিচার প্রাপ্তির জন্য অযথা হয়রানিমূলকভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করতে হয় না।

(চলবে)

আমানত রক্ষাকারীর বিশেষ মর্যাদা

আমানত হিফাজতকারী ব্যক্তি হাশরের ময়দানে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হবেন। হাশরের ময়দানে উপস্থিত অন্যান্য লোক দুনিয়ায় আমানত হিফাজতকারী ব্যক্তিদের দিকে তাকাতে থাকবে। একে অপরের নিকট আমানতকারী ব্যক্তিকে নিয়ে বলাবলি করতে থাকবে, 'তারা কে, তারা তো আমাদের সাথেই ছিল। আজ তারা আমাদের চেয়ে ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী।'

ফিরোজ আহমাদ

আমানত অর্থ গচ্ছিত রাখা। আমানতের বিপরীত অর্থ খিয়ানত করা। কারও কোনও সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। যে আমানতের হিফাজত করে তাকে আল-আমিন বলা হয়। হজরত মহম্মদ সা. আমানতকারীদের সর্দার। তাঁর কাছে শুধু মুসলমান নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর লোকেরাও তাদের মূল্যবান ধনসম্পদ আমানত রাখত। আমানত হিফাজতের জন্য কোরান ও হাদিসে বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কোরানে এরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে।' (সূরা নিসা ৫৮)। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে; তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করেছে, তুমি তার আমানত আত্মসাৎ কোরো না।' (আবু দাউদ— ৩/৩৫৩৫)

আমানত হিফাজতকারী ব্যক্তি হাশরের ময়দানে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হবেন। হাশরের ময়দানে উপস্থিত অন্যান্য লোক দুনিয়ায় আমানত হিফাজতকারী ব্যক্তিদের দিকে তাকাতে থাকবে। একে অপরের নিকট আমানতকারী ব্যক্তিকে নিয়ে বলাবলি করতে থাকবে, 'তারা কে, তারা তো আমাদের সাথেই ছিল। আজ তারা আমাদের চেয়ে ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী।' হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'একজন সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী আখেরাতে নবি-সিদ্দিক এবং শহিদগণের সাথে থাকবে।' (তিরমিজি— ৩/১২০৯)

আমানত খিয়ানত করা মুনাফিকের আলামত। রাসূল সা. বলেছেন, 'মুনাফিকের আলামত তিনটি— ১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে; ২) ওয়াদা করলে বরখেলাপ করে এবং ৩) আমানত রাখলে এতে খিয়ানত করে।' (মিশকাত, পৃ. ১৭)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. মুনাফিকদের অপছন্দ করেন। কারণ, আমানত খিয়ানত করার মাধ্যমে ঈমান চলে যায়। এ জন্য কোরান ও হাদিসে আমানত খিয়ানত না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোরানে এরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের খিয়ানত কোরো না। আর খিয়ানত কোরো না নিজেদের আমানতসমূহের, অথচ তোমরা জানো।' (সূরা আনফাল—২৭)।

'নিশ্চয় আমি আসমানতসমূহ, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি। অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে। নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় জলিল, একান্তই অজ্ঞ।' (সূরা আহজাব—৭২)।

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমানও নেই। আর যে ওয়াদা পালন করে না তার মধ্যে দ্বীন নেই।'

(আহমদ— ১/৮০৫)

আমানতের হিফাজত করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। পরকালে সাফল্য লাভ করতে হলে আল্লাহতায়ালার দেওয়া আমানতের হিফাজত করতে হবে। যেমন, যৌবনের হিফাজত, চোখের হিফাজত, কানের হিফাজত, জবানের হিফাজত, হাত ও পায়ের হিফাজত ইত্যাদি। আল্লাহতায়ালা সম্পদ দিয়েছেন দ্বীনের পথে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য। তা না করে কেউ যদি অশ্লীল বা মন্দ পথে সম্পদ ব্যয় করে তাহলে সে আল্লাহর দেওয়া আমানতের খিয়ানত করল। কোরানে এরশাদ হয়েছে, 'যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতির হিফাজত করে, যারা নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হয়, এ লোকগুলোই হচ্ছে (জান্নাতের) উত্তরাধিকারী। জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারও এরা পাবে। এরা অনন্তকাল (সেখানে) থাকবে।' (সূরা মুমিনুন— ৮-১১)

কবিতা ও ছড়া

শরৎ হাসে

অষ্টপদ মালিক

শরৎ হাসে শিউলি কাশে
শরৎ হাসে পুজোর মাসে।

শরৎ হাসে ঢাকের তালে
শরৎ হাসে পুজোর থালে।

শরৎ হাসে পদ্ম ফোটে
শরৎ হাসে রাঙা ঠোঁটে।

শরৎ হাসে তুলো মেঘে
শরৎ হাসে রাত্রি জেগে।

শরৎ হাসে নতুন সাজে
শরৎ হাসে মনের মাঝে।

শরৎ হাসে মনের মেলায়
শরৎ হাসে প্রাণের খেলায়।

শরৎ হাসে ছড়ার খাতায়
শরৎ হাসে সবুজ পাতায়।

শরৎ হাসে পুজোর গানে
শরৎ হাসে নবীন প্রাণে।

শরৎ মানে...

সৌরভ চাকী

শরৎ মানে ঘাসের আগায়
একটি শিশির বিন্দু
ধর্ম ভুলে মাতবে পুজোয়
মুসলমান আর হিন্দু।

শরৎ মানে নীল আকাশে
কোলাজ সাদা মেঘে
ইতি উতি কাশ ফুলেরা
দোলায় মাথা জেগে।

শরৎ মানে ঝরে পড়া
শিউলি ফুলের সুবাস
দিঘির জলে পদ্ম, শালুক
সাজায় পুজোর মাস।

শরৎ মানে আগমনীর
সুর উঠেছে ঢাকে
একটি বছর ঘুরে আবার
পাবো দুগ্গা মাকে।

শরৎ

অলোক কুমার প্রামাণিক

শরৎ এল,বলছে আকাশ
উছলে ওঠা ভোরের বাতাস
দিগন্ত তাই নীল,
সরিয়ে দিয়ে মেঘ'টা কালো
রাংতা কুঁচির ঝরছে ঝালোর
উড়ছে শঙ্খ চিল।

শরৎ এল, বলছে পাখি
নিশির অন্তেই ডাকা ডাকি
করছে অবিরাম,
গাছের শাখে দুলছে কলি
নৃত্য জুড়ে ভোমর অলি
গাইছে খুশির গান।

শরৎ এল, বলছে ফুল
কাশের মাঠে ধবল চুল
লাগছে খুকুর ভালো,
ক্ষেতের মাঠের ঢেউ'টা সবুজ
করছে খুকুর মনকে অবুঝ
উড়িয়ে মুঠোর আলো।।

এসব দেখে

স্বপন মুখোপাধ্যায়

শরৎ মেঘে তুলোর ভেলা
একলা আমি পড়ার ঘরে,
কাঠবিড়ালি করছে খেলা
কাশের মেলা নদীর চরে।

হলুদ ফিঙে লেজ উঁচিয়ে
কইছে কথা ঘুরে ঘুরে,
ময়না টিয়ে খুব জমিয়ে
গাইছে কী গান আপন সুরে।

এসব দেখে খুব মনে হয়
অঙ্ক কষা থাকুক বাকি,
রং তুলিতে আজকে না হয়
ফুল পাখিদের ছবি আঁকি।

ইচ্ছে করে ওদের নিয়ে
পড়ি অনেক খুশির ছড়া,
বাগান ধারে দৌড়ে গিয়ে
খেলায় মাতি— থাক না পড়া।

নাসার মানব মিশনের আগে চাঁদ সম্পর্কে পাঁচটি আকর্ষণীয় তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি আবার চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে নাসা। ৫০ বছর পর আবার চাঁদের মাটিতে পা রাখবেন কোনও নভশ্চর। সেই লক্ষ্যেই নাসা শুরু করেছে আর্টেমিস মিশন। যে চাঁদ আমাদের রাতের আকাশকে মোহময়ী করে তোলে, তার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর মহাকাশ যানের যাত্রা শুরুর আগে, চাঁদ সম্পর্কে পাঁচটি আকর্ষণীয় তথ্য, যা সকলেরই জেনে রাখা দরকার।

● চাঁদের একটি বায়ুমণ্ডল আছে

প্রচলিত ধারণা ছিল চাঁদের কোনও বায়ুমণ্ডল নেই। অর্থার চাঁদের পৃষ্ঠে কোনও গ্যাস নেই। নাসার অ্যাপোলো ১৭ মিশনের সময় নাসা চাঁদে লুনার অ্যাটমোস্ফেরিক কম্পোজিশন এক্সপেরিমেন্ট যন্ত্র মোতায়েন করা হয়েছিল। সেই যন্ত্রেই আবিষ্কার হয়েছে চাঁদের পৃষ্ঠে হিলিয়াম, আর্গন, নিয়ন, অ্যামোনিয়া, মিথেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে বেশি কিছু পরমাণু ও অণু। গ্যাসের একটি খুব পাতলা স্তর রয়েছে। ফলে একেবারেই বায়ুমণ্ডল নেই বলা চলে না। পৃথিবীর মতো ঘন নয় চাঁদের বায়ুমণ্ডল।

● চাঁদ সঙ্কুচিত হচ্ছে, ফলে কম্পন অনুভূত

উপগ্রহের অভ্যন্তর ঠান্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ সঙ্কুচিত হয়। নাসা জানিয়েছে, বিগত কয়েকশো মিলিয়ন বছর ধরে চাঁদের ব্যাস ৫০ মিটারেরও বেশি কমে গিয়েছে। এই সংকোচন আঙুর কুঁচকানোর মতো। এখানে উল্লেখ্য, চন্দ্র-স্পৃষ্ঠ খুব বেশি নমনীয় নয়। বরং বেশ ভঙ্গুর। সংকুচিত হওয়ার ফলেই চাঁদে থ্রাস্ট ফল্ট হয় অর্থাৎ ভূত্বকের একটি অংশ অপর অংশের উপরে উঠে গিয়েছে। নাসার বিশ্লেষণে এর প্রমাণও মিলেছে যথার্থ। এবং তা প্রমাণ করেছে চাঁদে কম্পণ অনুভূত হয়।

● এখন পর্যন্ত ১২ নভশ্চরের চাঁদে পা

১৯৬৯ সালে চাঁদের মাটিতে প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল নভশ্চরদের। তারপর ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মোট ১২ জন মহাকাশচারী চাঁদের মাটিতে হেঁটেছেন। এর মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় নীল আর্মস্ট্রং। তারপর বাজ অলড্রিন, চার্লস কনরাড, অ্যালান বিন, অ্যালান শেপার্ড, এডগার মিচেল, ডেভিড স্কট, জেমস আরউইন, জন ইয়ং, চার্লস ডিউক, ইউজিন সারনান ও হ্যারিসন স্মিট। অ্যাপোলো মহাকাশচারীরা মোট ৩৮২ কিলোগ্রাম চন্দ্র শিলা ও মাটি নিয়ে এসেছেন পৃথিবীতে। বিজ্ঞানীরা এখনও চাঁদের এই নমুনাগুলি নিয়ে গবেষণা করছেন।

● চাঁদে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ

চাঁদের ল্যান্ডস্কেপ একটি থানি মরুভূমির মতো। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, চাঁদের ওই মাটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ রয়েছে, যা মহাকাশ মিশনের সময় সংগ্রহ করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে হাইড্রোজেন, তা রকেট চালানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আছে বরফ, যা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত করা যেতে পারে। হিলিয়াম আইসোটোপ পারমানবিক শক্তি সরবরাহ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। চাঁদের এই সম্পদের আধিপত্য অর্জনের জন্য চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শামিল হয়েছে।

● চাঁদের দ্বিমুখী প্রকৃতি

পৃথিবীর একমাত্র গ্রহ হল চাঁদ। পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে যতটা সময় নেয়, ততটাই তার অক্ষ পথে ঘুরতে সময় লাগে। সেই কারণে আমরা চাঁদের একটি দিক দেখতে পাই। সেটি হল কাছের দিক। বিপরীত দিক অর্থাৎ দূরের দিক আমরা দেখতে পাই না। দূরের দিকটা চিরকালই আমাদের থেকে দূরেই রয়ে গিয়েছে। ২০১৯ সালে চিন প্রথম দেশ হয়ে চাঁদের দূরের দিকে একটি মহাকাশযান অবতরণ করাতে সফল হয়। চাঁদের ওই দুই দিকে দুইরকম প্রকৃতি। চাঁদের দুই দিকে তাপমাত্রা পরিবর্তিত। যদিও চাঁদের রৌদ্রজ্জ্বল দিক ফুটন্ত জলের থেকেও বেশি গরম। তাপমাত্রা ১২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। আবার মেরু প্রদেশে তাপমাত্রা ২৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যায়।

চাঁদের মাটিতে স্ফটিক পেয়েই চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনা চিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: চন্দ্রাভিযানে নাসাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল চিন। নাসা যখন তাদের আর্টেমিস মিশন নিয়ে বারবার ধাক্কা খাচ্ছে, তখন আরও চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনা করল চিন। চিন চন্দ্রাভিযানে চাঁদ থেকে খনিজ আনার পরই ফের নতুন ভাবনা শুরু করে দিয়েছে, এবার তারা চাইছে আরও চন্দ্রাভিযান করে চাঁদে ঘাঁটি গাড়তে। নাসা সম্প্রতি আর্টেমিস-১ মিশনে ধাক্কা খেয়েছে। তাঁরা আর্টেমিস-১ রকেট পাঠাতে গিয়ে দু-বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তিন নম্বর প্রচেষ্টা হবে এ মাসেই। তারপর আর্টেমিস-৩ মিশনে তারা চাঁদের মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। চিন সেখানে চাঁদের মাটিতে মহাকাশ যান নামাতে সফল হয়েছে। চাঁদের মাটিতে খনিজের সন্ধান পেয়েছে।

চিনের ন্যাশনাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্প্রতি চাঁদের কক্ষপথে পাড়ি দেওয়ার অনুমোদন পেয়েছে। আগামী ১০ বছরে চাঁদে তিনটি মানবহীন মিশন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। মহাকাশ অনুসন্ধানের নতুন যুগে মার্কিন গবেষণা সংস্থা নাসাকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলতে চাইছে চিন। চিনের চাং'ই-৫ মিশনে চাঁদ থেকে আনা নমুনা থেকে খনিজ আবিষ্কার হয়েছে। তাকে চেঞ্জসাইট-ওয়াই নামে এক ধরনের বর্ণহীন স্বচ্ছ স্ফটিক

নাসাকে চ্যালেঞ্জ

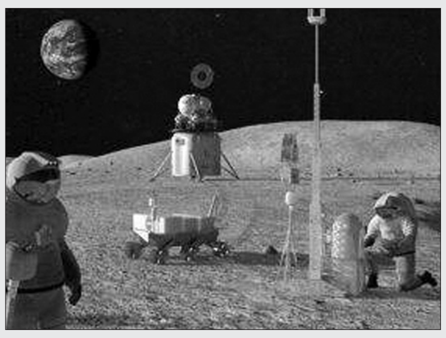

বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ওই স্ফটিক হিলিয়াম-থ্রি ধারণ করতে সক্ষম। এবং তাকে একটি আইসোটোপ বা ভবিষ্যতের শক্তির উৎস হিসেবে অনুমান করা হচ্ছে। তা জানতে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন গবেষকরা।

চিন সম্প্রতি মহাকাশ নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালাচ্ছে। নতুন নতুন পরিকল্পনার কথা ভাবছে। সম্প্রতি চাঁদে মহাকাশযান পাঠিয়েছে, নিজস্ব স্পেস স্টেশন তৈরি করেছে। মঙ্গল গ্রহে অভিযান শুরু করেছে। নাসার সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়তে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো চিনও নানা নমুনা থেকে নিত্যনতুন তথ্য পেতে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের আর্টমিস মিশন দিয়ে চিনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাইছে। চাইছে চিনের মহাকাশ গবেষণার থেকে শতযোজন এগিয়ে থাকতে। তাই ৫০ বছর পর চাঁদে মানুষ পাঠিয়ে নাসা বোঝাতে চাইছে, তাদের কাছে মহাকাশ গবেষণায় চিন চুনোপুঁটি। সম্প্রতি নাসার প্রশাসক বিল নেলসন মহাকাশ প্রযুক্তি চুরির অভিযোগ এনেছেন চিনের বিরুদ্ধে।

২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চিনের চন্দ্র অন্বেষণ কর্মসূচি। তিন বছর পর, তারা প্রথম মহাকাশযান চালু করেছিল। চ্যাং-ই মিশনে তারা সম্প্রতি সফলও হয়েছে। চাঁদের দক্ষিণ মেরুকে লক্ষ্য করে তাঁরা এগিয়েছে। চাঁদের ওই অংশ জল থাকতে পারে বলে মনে করছে সমস্ত মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। নাসাও টার্গেট করেছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুকে।

সূর্যের রঙ সাদা! রয়েছে লাল-কমলা আভাও

প্রমাণ দিলেন নাসার প্রাক্তন মহাকাশচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি: সূর্যের রঙ জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো হলুদ। তাতে লাল-কমলা আভাও রয়েছে। আমরা খালি চোখে অন্তত তাই দেখি। আর এই বিশ্বাসও দীর্ঘদিনের। কিন্তু সেই বিশ্বাসে আঘাত হানলেন নাসার এক প্রাক্তন মহাকাশচারী। তাঁর বিশ্বাস ছিল সূর্যের রং আসলে সাদা! আমরা যা দেখছি, সেটা আসল সূর্যের রং নয়। তিনি সেই সত্য প্রমাণ করেই ছাড়লেন।

নাসার প্রাক্তন মহাকাশচারী স্কট কেলি বলেন, আমরা আসলে যেটা দেখি, সেটি সূর্যের আসল রং নয়। সূর্য আসলে সাদা। তিনি সেই সত্য নিশ্চিত করেছেন। এবং বলেছেন, যাঁরা মনে করেন সূর্যের রং হলুদ, তাঁরা ভুল জানেন। আমাদের নক্ষত্রটিকে যে খালি চোখে বেশিরভাগ সময় হলুদ দেখায়, তার নেপথ্যে রয়েছে পদার্থবিদ্যার এক অদ্ভুত খেলা। পদার্থবিদ্যার আলোকবিজ্ঞানের অদ্ভুত খেলায় সূর্যকে হলুদ দেখায়। সূর্যালোকে মূলত সব রং একত্রে মিশ্রিত। সব রং একত্র হলে বিজ্ঞান দেখিয়েছে তা সাদা দেখায়। আর সূর্য তো

সর্বরঙের সমাহার, তাহলে সেই যুক্তিতেও সূর্য সাদা হতে চায়। নাসার প্রাক্তন ওই মহাকাশচারী বলেন, সূর্য কিন্তু সাদাই। আর তা দেখা যায়, শুধু মহাকাশ থেকেই। পৃথিবী থেকে সূর্যকে সাদা দেখা যায় না।

তাঁর কথায়, আমাদের বায়ুমণ্ডলে সূর্য হলুদ দেখায়। কিন্তু আপনি যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ত্যাগ করেন, তখনই দেখবেন সূর্য কোনও একক রঙে দেখা যায় না। সূর্যের রং সাদা দেখায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে মহাকাশে গেলেই সূর্য দেখা দেয় নিজের রঙে, সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন নাসার প্রাক্তন ওই মহাকাশচারী। তিনি বলেন, আমরা সূর্যের একক রং উপলব্ধি করতে অক্ষম কারণ সূর্যালোকের পরিমাণ কেবল আমাদের চোখের ফোটোরিসেপ্টর কোষগুলিকে পরিপূর্ণ করে। যার ফলে সমস্ত রং একসঙ্গে মিশে যায়। আলোর প্রতিটি রং একত্রিত হলে সাদা হয়ে যায়। তাই সূর্য পৃথিবীতে হলুদ হলেও মহাকাশে সাদা দেখায়।

নাসার মতে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যের রং একটি ভূমিকা পালন করে। যেহেতু ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নীল আলো দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল আলোর থেকে বেশি দক্ষতার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা সূর্যের কিছু নীল আভা হারিয়ে ফেলি। এছাড়া আমাদের বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাওয়া দৃশ্যমান আলোর সমস্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শেষপর্যন্ত যে আভা অবশিষ্ট থাকে, তা আমরা দেখতে পাই। এক্স-রে এবং গামা-রে বিকিরণ মাটির কাছাকাছি আসার আগে ফিল্টার হয়ে যায়। বেশিরভাগ ইউভি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক ওজোন দ্বারা শোষিত হয়। বেশিরভাগ জলীয় বাষ্প এবং অ-শূন্য ডাইপোল মোমেন্ট-সহ অন্যান্য অণু দ্বারা শোষিত হয় বলে মহাকাশ সংস্থা ব্যাখ্যা করেছে। আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ক্ষেত্রে সূর্যালোক অনেক বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায়। নীল আলোও ছড়িয়ে পড়ে। আর লাল আলোর অনেক বেশি অংশ আমাদের চোখে পড়ে।

মঙ্গল-শুক্রে ল্যান্ড মিশনে ইসরো!

আইএডি প্রযুক্তির পরীক্ষায় মিলল চূড়ান্ত সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইসরোর চোখ এখন পৃথিবীর প্রতিবেশী দুই গ্রহে। মঙ্গল ও শুক্র গ্রহে ল্যান্ড মিশনে নয়া প্রযুক্তির ব্যবহার করতে চাইছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। সম্প্রতি ইসরোর তরফে আইএডি অর্থাৎ ইনফ্ল্যাটেবল এরোডাইনামিক ডিসিলেরেটর পরীক্ষা করেছে। এবং এই পরীক্ষায় চূড়ান্ত সাফল্যও পেয়েছে। সেই সাফল্যের পথ ধরেই এগোতে চাইছে ইসরো।

ইসরো পরিকল্পনা করছে মঙ্গল বা শুক্রে পেলোড অবতরণ করার জন্য। রকেটের সমস্ত পর্যায়গুলি পুনরুদ্ধারের জন্য তারা ইনফ্ল্যাটেবল এরোডাইনামিক ডিসিলেরেটর পরীক্ষা করেছে সম্প্রতি। এবং তা সফল হয়েছে। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরো সফলভাবে আইএডি পরীক্ষায় উতরে যাওয়ার পর নতুন মিশনে নামতে চলেছে। আইএডি বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে নেমে আসা একটি বস্তুকে বায়ুগতির সাহায্য নিয়ে মন্থর করে দিতে সক্ষম। প্রযুক্তিটি পরীক্ষায় একটি শধযুক্ত রকেটের পেলোড উপসাগরের ভিতরে রাখা হয়েছিল। টিইআরএলএস থাম্বা থেকে উৎক্ষপেণ করা হয়েছিল সেই রকেটটি। রকেটটি আইএডিকে ৮৪ কিলোমিটার উচ্চতায় নিয়ে যায়। সেখানে সেটি স্ফীত হয়ে রকেটের পেলোড অংশ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে নেমে আসে। ইসরো জানিয়েছেন, এই মিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রকেটের পতিত কোনও বস্তু পুনরুদ্ধার। এবং গ্রহের প্রবেশের জন্য এই আইএডি প্রযুক্তি প্রয়োগ করা। সেই লক্ষ্যেই এই প্রযুক্তির প্রদর্শন করে দেখাল ইসরো। এবং সেই প্রদর্শনীতে সফল হল তারা। ইসরো আইএডি সিঙ্গল স্টেজ রোহিণী-৩০০ প্রতিস্থাপন করে। তারপর তা টেক অফের ১০০ সেকেন্ড পরে আলাদা করা হয়। ১১০ সেকেন্ডে আইএডি-র স্ফীতি হয় এবং ২০০ সেকেন্ডে তা মোটর থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই পরীক্ষায় সময় আইএডি পদ্ধতিগতভাবে এরোডাইনামিক ড্রাগের মাধ্যমে পেলোডের বেগ কমিয়ে দেয়। এই প্রথমবার একটি আইএডি স্টেজ পুনরুদ্ধারে সফল হল ইসরো। মিশনের সমস্ত উদ্দেশ্য সফলভাবে প্রদর্শিত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরো। একইসঙ্গে তা ভবিষ্যৎ মিশনের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে। ফলে শুক্র বা মঙ্গলে অভিযান এই প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহার করা যাবে বলে মনে করছেন ইসরো প্রধান এস সোমনাথ। শনিবারের মিশনটি ছিল বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার এবং এলপিএসসি-তে বিকশিত নয়টি নতুন উপাদানের একটি পরীক্ষা। তার মধ্যে ইনফ্ল্যাটেবল এরোডাইনামিক ডিসিলেরেটর এবং ইনফ্ল্যাশন সিস্টেম, মাইক্রো ভিডিও ইমেজিং সিস্টেম, সফটওয়্যার সংজ্ঞায়িত রেডিও টেলিমেট্রি-ডুয়াল ট্রান্সমিটার, মিনি আইএমএএস-সহ অ্যাকোস্টিক প্রসেসিং ইউনিট, বায়ু ক্ষতিপূরণের জন্য টিইআরএলএসের নতুন সফটওয়্যার, সংশোধিত বিচ্ছেদ সিস্টেম, পরিবর্তিত এফএলএসসি বিচ্ছেদ সিস্টেম, স্পিন রকেট বিচ্ছেদের জন্য ডিটোনেটর এবং তাপীয়ভাবে পরিবাহী এবং বৈদ্যুতিকভাবে নিরোধক পটিং যৌগ।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

৩ ম্যাচে জোড়া শতরান

বড় মঞ্চের খেলোয়াড় বোঝালেন রজত পতিদার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের মঞ্চে জাত চিনিয়েছেন। রাজ্যদল মধ্যপ্রদেশকে নির্ভরতা দিয়েছেন। এবার ভারতীয়-এ দলের হয়ে নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিলেন রজত পতিদার। নিউজিল্যান্ড-এ দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় বেসরকারি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে দুর্দান্ত শতরান করেন রজত। সিরিজের তিন ম্যাচে রজতের এটি দ্বিতীয় শতরান।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে আইপিএল ২০২২-এর ৮টি ম্যাচে মাঠে নামেন রজত পতিদার। ২টি হাফ-সেঞ্চুরি ও ১টি সেঞ্চুরি-সহ ৫৫.৫০ গড়ে দলের হয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৩৩ রানে সংগ্রহ করেন রজত। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৫২.৭৫। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, লখনউয়ের বিরুদ্ধে এলিমিনেটরে অপরাজিত ১১২ ও রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে ৫৮ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন তিনি। আইপিএলের প্লে-অফে এমন পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে পতিদার বুঝিয়ে দেন যে, বড় মঞ্চের খেলোয়াড় তিনি।

মধ্যপ্রদেশকে প্রথমবার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন করতে ব্যাট হাতে মুখ্য ভূমিকা নেন রজত পতিদার। তিনি টুর্নামেন্টের ৬ ম্যাচের ৯টি ইনিংসে ব্যাট করে ৮২.২৫ গড়ে দলের হয়ে সব থেকে বেশি ৬৫৮ রান সংগ্রহ করেন। তিনি ২টি সেঞ্চুরি ও ৫টি হাফ-সেঞ্চুরি করেন। সুতরাং ৯টি ইনিংসের মধ্যে সাতটিতেই ব্যক্তিগত ৫০ রানের গণ্ডি টপকান রজত। তিনি টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পঞ্জাবের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে ৮৫, বাংলার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ৭৯ ও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ফাইনালে ১২২ রানের দুর্দান্ত তিনটি ইনিংস খেলেন পতিদার। নক-আউটে এমন পারফরম্যান্স মেলে ধরে রজত আরও একবার বড় মঞ্চে নিজের প্রতিভা জাহির করেন।

সিরিজের প্রথম ম্যাচে একটি ইনিংসে ব্যাট করে রজত ১৭৬ রান করেন। দ্বিতীয় ম্যাচেও একটি ইনিংসে ব্যাট করার সুযোগ হয়। তিনি ৪ রান করে আউট হন। এবার তৃতীয় ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৩০ রান করে সাজঘরে ফেরেন রজত। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ১২টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১২৪ বলে ব্যক্তিগত শতরান পূর্ণ করেন। শেষমেশ ১৩টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১০৯ রান করে নট-আউট থাকেন রজত। সুতরাং, তিন ম্যাচের ৪টি ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ২টি সেঞ্চুরি-সহ দলের হয়ে সব থেকে বেশি ৩১৯ রান সংগ্রহ করেন পতিদার।

জাতীয় দলে সুযোগ মাত্র ৩ জনের!

কলকাতা লিগ খেলা নিয়ে দোটানায় মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগে খেলা নিয়ে এটিকে মোহনবাগানের টালবাহানা চলছে। ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডানের খেলতে কোনও সমস্যা না থাকলেও, বাহানা বানিয়ে চলেছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।

প্রিমিয়ার লিগের সুপার সিক্সের সূচি চূড়ান্ত করার জন্য ৬ দলকে নিয়ে শনিবার বৈঠকে বসেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে। এ ছাড়াও ভবানীপুর, এরিয়ান এবং খিদিরপুরের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। সুপার সিক্সের সূচি তৈরি করার আগেই অবশ্য বেশ চাপে আইএফএ।

কারণ সুপার সিক্সে খেলতেও বেঁকে বসেছে এটিকে মোহনবাগান। শনিবার আইএফএ-র সঙ্গে বৈঠকে তারা জানিয়েছে, এই মুহূর্তে কলকাতা লিগ খেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে। তবে ইমামি ইস্টবেঙ্গল বা মহমেডানের কলকাতা লিগে খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকে সুপার সিক্সের সূচি প্রকাশ করে দেওয়া

হবে এটিকে মোহনবাগানকে রেখেই।

প্রিমিয়ার-এ ডিভিশনের অন্যান্য দলগুলোর খেলা হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে প্রথম তিনটে দল যোগ্যতা অর্জন করেছে সুপার সিক্সে। ভবানীপুর আগেই যোগ্যতা অর্জন করে। বাকি দুই দল হিসেবে সুপার সিক্সে খেলবে এরিয়ান এবং খিদিরপুর। এটিকে মোহনবাগান সমস্যা হিসেবে প্রধান কারণ দেখিয়েছে, জাতীয় দলে ফুটবলার চলে যাওয়া। যে কারণে তারা নাকি কলকাতা লিগে খেলতে অস্বীকার করেছে। তবে শুক্রবার ইগর স্টিমার যে দল বেছে নিয়েছে, তাতে মাত্র এটিকে মোহনবাগানের তিন জন সুযোগ পেয়েছেন। ফলে ফুটবলার সমস্যা নেই। নতুন করে কী সমস্যা হল? তা কেউই বলতে পারছেন না।

প্রথমে এটিকে মোহনবাগানের তরফে বলা হয়েছিল, ১০-৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লিগ হলে তারা খেলতে পারে। সেটা সম্ভব হয়নি। এখন ফের তারা বেঁকে বসেছে। এ দিকে ছোট ক্লাবগুলি আইএফএ-কে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, অনির্দিষ্টকাল ধরে লিগ চললে তাদের পক্ষে বিদেশি ফুটবলার ধরে রাখা সম্ভব নয়। আর্থিক সঙ্কট দেখা দিতে পারে। তাই দ্রুত লিগ শেষ করার জন্য আইএফএ-কে অনুরোধ করেছে তারা। যা পরিস্থিতি, তাতে সম্ভবত সোমবার আইএফএ সূচি তৈরি করে ক্লাবগুলির কাছে পাঠাবেন। সম্মতি পেলে তা প্রকাশ করে দেবেন।

এ দিকে অক্টোবরের শেষে শুরু হবে আই লিগ। ডামি সূচি পাওয়ার পরেই তা নিয়ে নিজেদের মতামত জানাবে মহমেডান। অন্য দিকে ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দল থাকায়, কলকাতা লিগে খেলতে কোনও অসুবিধে নেই। মহালয়ার পর থেকে বড় ক্লাবগুলোর ম্যাচ করতে সমস্যায় পড়বে আইএফএ। কারণ পুলিশের অনুমতি প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে দুর্গাপুজোর কার্নিভালের পর ফের বড় ক্লাবগুলোর ম্যাচ করতে হবে। তাই অক্টোবরেও চলবে কলকাতা লিগ। এ দিকে ৭ অক্টোবর থেকে শুরু আইএসএল। সব মিলিয়ে চাপে আইএফএ।

রোনাল্ডোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন লিওনেল মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি নাকি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, কে সেরা তা নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের তর্কের অবকাশ নেই। নিঃসন্দেহে এই দুই ফুটবলারই বিশ্বের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। উভয়ই নিজেদের দক্ষতার মধ্যে দিয়ে খেলাটিকে অন্য স্তরে নিয়ে গিয়েছেন। তবে, সেরার তর্কে বারবারই এলএম ১০ এবং সিআর ৭-এর অনুরাগীরা নিজেদের মহাতারকাকে সেরা আসন দিয়ে এসেছেন। এই তর্কে কোনও অবকাশ নেই এবং হয়তো কখনও হবেও না, মারাদোনা বা পেলে যেমন ভাবে বিশ্ব ফুটবলের দুই স্তম্ভ হিসেবে রয়েছেন তেমনই অপর দুই স্তম্ভ হিসেবে থাকবেন লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সেরার তর্ক যতই চলতে থাকুক সম্প্রতি রোনাল্ডোকে এক দিক দিয়ে পিছনে ফেলে দিয়েছেন মেসি।

পেনাল্টিহীন গোলের বিচারে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ছাপিয়ে গেলেন বিশ্ব ফুটবলের যুবরাজ লিওনেল মেসি। লিগা ১-এর ম্যাচে লিয়ঁ'র বিরুদ্ধে করা গোলে রোনাল্ডোকে ছাপিয়ে গেলেন তিনি। ফরাসি লিগে সোমবার রাতে অ্যাওয়ে ম্যাচে লিয়ঁর মুখোমুখি হয়েছিল প্যারিস সাঁ জাঁ (পিএসজি)। এই ম্যাচের শুরুতেই নেইমারের পাস থেকে গোল করেন মেসি। ৫ মিনিটের মাথায় নেইমারের পাস থেকে দৃষ্টিনন্দন যে গোলটি মেসির পা থেকে আসা সেটিই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। ম্যাচের শুরুতেই আক্রমণে উঠে এসে ব্রাজিলীয় তারকা নেইমার ঠিকানা লেখা পাস পাঠান আর্জেন্টাইন ফরওয়ার্ডকে। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা গোল করতে করতে কোনও

ভুল করেননি। প্রতিপক্ষের জালে বল রাখার সঙ্গেই তিনি পিছনে ফেলে দেন রোনাল্ডোকে। নন-পেনাল্টি গোলে সি আর ৭-এর চেয়ে এগিয়ে এখন মেসি। ৬৭১টি পেনাল্টিহীন গোল গোটা কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত করেছেন রোনাল্ডো, সেখানে লিওনেল মেসির সংখ্যাটি দাঁড়াল ৬৭২। মেসির একমাত্র গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়ে লিগা ১-এর তালিকায় শীর্ষ স্থানে উঠে এসেছে পিএসজি। ৮ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে ফরাসি লিগের শীর্ষে রয়েছে পিএসজি। এই লিগে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মার্সেই। সমসংখ্যক ম্যাচে মার্সেইয়ের সংগ্রহ ২০ পয়েন্ট।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে রেকর্ড

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অনন্য নজির বজরং পুনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস তৈরি করলেন বজরং পুনিয়া। প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই প্রতিযোগিতায় চারটি পদক জয় করে নজির সৃষ্টি করলেন বজরং। রবিবার সার্বিয়ার বেলগ্রাডে আয়োজিত চলতি সংস্করণে ব্রোঞ্জ জয়ের সঙ্গেই এই নজির তৈরি করলেন তিনি। ব্রোঞ্জ পদকের ৬৫ কেজি বিভাগের ম্যাচে পুয়ের্তো রিকোর সেবাস্তিয়ান সি রিভোরার বিরুদ্ধে ১১-৯ ব্যবধানে জয় তুলে নেন টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী রেসলার। বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথমদিকের লড়াইয়ে পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন বজরং। কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচে মাথায় গুরুতর চোট পেয়ে আমেরিকার মাইকেল দিয়াকোমিহালিসের বিরুদ্ধে বাউট হেরে যান। অবশেষে রপেসঁ-এর মাধ্যমে পদক জেতার সুযোগ আসে তাঁর সামনে। রপেসঁ বিভাগের প্রথম ম্যাচে আর্মেনিয়ার কুস্তিগীর বেজগেন তোবান্‌য়ানের দারুণ মোকাবিলা করে হারিয়ে দেন। কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ী বজরং ০-৬ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেন এবং জিতে নেন ব্রোঞ্জ। এই নিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় ব্রোঞ্জটি জিতলেন বজরং। ২০১৩, ২০১৮ এবং ২০১৯ বিভাগে বজরং পুনিয়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৩০-সদস্যের দল পাঠিয়েছিল ভারত যার মধ্যে মাত্র দুই কুস্তিগীরই পদক জয় করেছেন। বজরং-এর আগে ভিনেশ ফোগাট সুইডেনের জোনা মাল্মগ্রিনফকে ৮-০ ব্যবধানে হারিয়ে ৫৩ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf og 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : Syed Ruhul Amin, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com
Vol: 7 Issue:43, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111